দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ।। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ।।
১৮ মাঘ - ১৪২১ ।।
।। website : www.eswastika.com ।।

দিল্লী দখলে সেরা বাজি কিরণ বেদী

সততার মুখোশ-পরা কেজরিওয়াল

... পৃষ্ঠা - ১৪

শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত অব্যাহত

... পৃষ্ঠা - ২৯

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ১৮ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২ ফেব্রুয়ারি - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

তৃণমূলে মুষল-পর্ব শুরু হয়েছে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : রাগে অনুরাগে বাম ও ওবামা
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১২

সততার মুখোশ-পরা কেজরিওয়াল
□ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৪

দিল্লী দখলে কিরণ বেদীই সেরা বাজি
□ বিজিত ভট্টাচার্য □ ১৬

ধর্মান্তরকরণ ও বিজেপি □ শ্যামল কুমার হাতি □ ২০

জনাইয়ের কল্পতরু মেলা □ দেবাংশু ঘোড়ই □ ২১

পৃথিবীকে ভারতের দান প্লাস্টিক সার্জারি
□ অজয় বিদ্যুৎ □ ২২

দেশহিতে আইন পাশ করাতে অর্ডিন্যান্সই মোক্ষম অস্ত্র
□ অশোক মালিক □ ২৭

বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত অব্যাহত
□ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় □ ২৯

প্রসঙ্গ : পিকে ফিল্ম— বিনোদনের আড়ালে ষড়যন্ত্র
□ লখেশ্বর চন্দ্রবংশী □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □
অন্যরকম : ৩৩ □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৪১**
□ **শব্দরূপ : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শতবর্ষে উত্তরবঙ্গের প্রবাদপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মা

২০১৫-র ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রবাদপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষেই মনীষী পঞ্চাননের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের উপর আলোকপাত করেছেন **দেবব্রত চাকী, সাধনকুমার পাল, ড. দীপক কুমার রায়**। মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য।

দাম একই থাকছে। সত্বর কপি বুক করুন।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

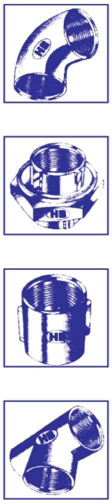

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ডিল, ডিনার, দোস্তি—ওবামার ইতিবাচক সফর

ভারতের ছেষট্টিতম সাধারণতন্ত্র দিবস একটি অন্য মাত্রা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার সাধারণতন্ত্র দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দীর্ঘ নয় বছর ধরিয়া যাঁহাকে কার্যত অচ্ছুত করিয়া রাখিয়াছিল আমেরিকা, সেই নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়া শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি লইয়া নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হইলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সাধারণতন্ত্র দিবসের অতিথি হিসাবে ওবামাকে নিমন্ত্রণ বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মোদীর এক মাস্টার স্ট্রোক। বিশেষত যখন ইউপিএ-২ সরকারের আমলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক রীতিমতো আইসিইউ-তে চলিয়া গিয়াছিল। নিউইয়র্কে কর্মরত প্রাক্তন ভারতীয় ডেপুটি কনসাল-জেনারেল দেবযানী খোবরাগাড়েকে লইয়া তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নয়াদিল্লীর মার্কিন দূতাবাস হইতে সুরক্ষা-বলয় প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার।

বস্তুত, এই মুহূর্তে ভারত এবং আমেরিকা উভয়েরই একে অপরকে প্রয়োজন। উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা-সহ সর্বক্ষেত্রেই বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানাইতেছেন মোদী। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলিতেছে, তখন ভারতের এই বিনিয়োগ-বান্ধব নীতি মার্কিন লগ্নির ক্ষেত্রে একটি ভরসার স্থল হইয়া উঠিতে পারে। ওবামা তথা মার্কিন প্রশাসনের নিকট যাহা দীর্ঘদিন ধরিয়াই কাঙ্ক্ষিত। পাশাপাশি মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতির মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ এবং সেই সূত্রে দেশে কর্মসংস্থান করাইতে চাহিতেছেন। নয়াদিল্লী জানে—এই ক্ষেত্রে আমেরিকার নিজস্ব উন্নত প্রযুক্তির সুফল পাইতে পারে ভারত। সেইজন্য আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার ফাঁস ঢিলা করিয়া লগ্নির প্রক্রিয়াকে আরও সরল করিতেছে সরকার। এই সংক্রান্ত মূল বিষয়গুলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরই দেখাশোনা করিবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। এই সামগ্রিক বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে শীতল সম্পর্ককে আবার নূতন করিয়া ঘুরাইয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিবে ওবামার এই সফর।

এই সফরে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাইয়াছে ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তির রূপায়ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আট-বছর পূর্বে এই চুক্তি হইলেও এযাবৎ কিছুই বিনিয়োগ করে নাই মার্কিন সংস্থাগুলি। নির্মিত হয় নাই একটি নূতন চুল্লিও। অথচ একটি চুল্লি নির্মাণ করিতে পারিলে যে বহু লক্ষ ডলারের বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব— মোদী-সরকার তাহা ভালোভাবেই জানে। এই ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি ছিল ভারতের পরমাণু দায়বদ্ধতা আইন। এই আইনের ফলে পরমাণু কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটিলে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করিতে হইবে সরবরাহকারী মার্কিন সংস্থাগুলিকে। ওবামার সফরে এই সমস্যার সমাধানে স্থির হইয়াছে যে ভারতীয় সরকারি-বেসরকারি বিমা সংস্থার একটি যৌথ বিমা তহবিল গঠন করা হইবে। প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ এই তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় জটটি হইল—পরমাণু চুল্লি যেহেতু আমেরিকা তৈরি করিবে, তাই তেজস্ক্রিয় জ্বালানিকে তাহাদের নজরদারির আওতায় রাখিতে হইবে। আমেরিকার এই দাবির বিরোধিতা করিয়া স্পষ্টই জানাইয়া দেওয়া হয়— সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ভারত কোনওরকম আপোশ করিবে না। আর পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণের বিরোধিতায় নয়াদিল্লীর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। এমনকী আমেরিকাও ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করিয়াছে। সুখের কথা, শেষপর্যন্ত আমেরিকা ভারতের এই দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে সমঝোতা হইয়াছে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন—প্রতিরক্ষা বাণিজ্য ও প্রযুক্তি উদ্যোগ (ডিফেন্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি ইনিশিয়েটিভ)। এই নূতন সমঝোতার মূল কথা—আমেরিকা ভারতকে প্রযুক্তি দিবে আর তাহা কাজে লাগাইয়া এই দেশেই যুদ্ধ-সরঞ্জাম, যথা—ট্যাঙ্ক-ধ্বংসের ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যাভেলিন মিসাইল, রোমিও হেলিকপ্টার, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চালকহীন আকাশযান (ইউএডি), ওয়ারশিপ গান ইত্যাদি তৈয়ারি করিবে। ভারত-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে নির্মিত কারখানায় যে সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে তাহার সবই যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীই কিনিবে এমন নহে, তাহা প্রয়োজনে রপ্তানিও হইবে। কেননা ইহার ফলে প্রকল্পগুলি লাভজনক হইয়া উঠিতে পারিবে।

তাই সাধারণতন্ত্র দিবসের বিশেষ অতিথি হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার এই সফর—ডিল, ডিনার, দোস্তি—সমস্ত মিলাইয়া ইতিবাচক বলা যাইতে পারে।

সুভাষিত

সুখস্যান্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ততে।।
সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসে। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ চাকার মতো পরিবর্তিত হয়।

বরফ গলেছে? নাকি মমতার আরেক রাজনৈতিক চাল?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ সফরে আসছেন, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিয়েছেন। এর মধ্যে দু'দেশের সীমান্ত সমস্যা ও তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে মমতা ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন, এমন খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। 'বাংলাদেশকে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী' অবস্থান থেকে মোটামুটি নব্বই ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, খবরে এমনটিই বলা হয়েছে। ধারণা দেওয়া হচ্ছে, লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে

মমতা ও ইমরান।

সীমান্ত চুক্তি অনুমোদনে আর বিরোধিতা করবে না তৃণমূল, কেন্দ্রীয় সরকারকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত তিন বছরে মমতা সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তাতে মানুষ এতো সহজে আশ্বস্ত হতে পারছে না। কেউ কেউ বলছেন, বরফ গলছে। কিন্তু সিংহভাগ মানুষের ধারণা, এর পেছনে নতুন কোনো রাজনৈতিক চাল রয়েছে। বিশেষ করে এপারে বসেও যাঁরা মমতার কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য রাখছেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন, তাতে বিস্মিত হয়েছেন।

রাজনৈতিক নেতারা মনে করছেন, বর্ধমানের খাগড়াগড় ও সারদা কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি 'ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক মৌলবাদী চেহারা' তৈরি হয়েছে এবং মানবতাবিরোধী ধর্মান্ধ দল জামায়াতে ইসলামি, জামাতুল মুজাহিদিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটাও বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে। ইমরানকে রাজ্যসভার সদস্য করার সিদ্ধান্ত এই সম্পর্কের কারণে হয়েছে, এটা নিশ্চিত। ইমরান আগে কোন্ ছাত্র সংগঠন করতেন, বাংলাদেশে কোনো কাগজের সঙ্গে যুক্ত, সে ব্যাপারে মমতা কিছু জানেন না— বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইমরান নাকি জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশে জামায়াতের কাগজে অজামায়াতি কেউ কাজ করতে পারেন না। তিনি এই জামায়াতি পত্রিকায় কলকাতা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন কিভাবে? জামায়াতের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করেন তাদের প্রতিই বা ইমরানের কাগজ এতো খড়্গহস্ত কেন? এই ইমরান 'ইকবাল গবেষণা পরিষদের' নামে আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির অন্যতম শীর্ষ নেতা মীর কাসেম আলি ও অধ্যাপক আবু জাফরকে আমন্ত্রণ জানাননি? মীর কাসেম আলি জামায়াতের অর্থের অন্যতম প্রধান যোগানদাতা, একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এখন কারাগারে আছেন। হাওড়ায় পঞ্চবটী রিসোর্টে স্টুডেন্টস ইসলামির মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া (সিমি)-এর প্রতিনিধি সম্মেলনে জেদ্দর ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের (আইডিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুন আল আজমকে কি ইমরান আমন্ত্রণ জানাননি? এই মামুন আল আজম বাংলাদেশের জামায়াতের প্রধান (সম্প্রতি প্রয়াত) গোলাম আজমের পুত্র। গোলাম আজমের এই পুত্র কি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে আইডিবি'র প্রতিনিধি নিযুক্ত করেননি? ঢাকার জামায়াত-বিরোধী শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে কলকাতায় মহসিন স্কোয়ারে বিরাট সমাবেশের নেপথ্য নায়ক কে? বাংলাদেশের রাজনীতিকদের ধারণা, কলকাতায় অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদের একটা বড় অংশ যারা একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের বিচ্ছিন্ন হওয়া সমর্থন করেনি মমতা তাদেরই সমর্থন পেতে ইমরানের ব্যাপারে দুর্বল, মরিয়া হয়ে নানা কাণ্ড করেছেন। তিনি এও জানেন, মূলত তারা পাকিস্তানের সমর্থক। তাই তাদের তুষ্ট করতেই পাকিস্তানপ্রেমী ও ইসলামপ্রেমী হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গে উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা করার সিদ্ধান্তও বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। ইমরানের দিকে যখন সারদার তির, মমতা চেঁচিয়ে উঠলেন, মুসলমান হওয়ার কারণেই তাকে অপদস্ত করা হচ্ছে। এই জামায়াতপ্রেম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর গত বছর হামলা বেড়ে গেলে শেখ হাসিনা যৌথ বাহিনী নামান। সাতক্ষীরা, চাপাইনবাবগঞ্জ-সহ সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে জামায়াত, মুজাহিদিন ও হিজবুল জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায়, তৃণমূল নেতারা তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এই তথ্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে এসেছে, যেখানে তাদের অবস্থানের স্থানও উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই মমতার সম্মতি ছাড়া আশ্রয়ের কাজটি হয়নি। কারণ মমতার অনুমতি ছাড়া তৃণমূলে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, একাত্তরের ঘাতক ও পাকিস্তানি দালালদের বিচার করছে। মমতার অবস্থান তাদের মর্মাহত করেছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন, মমতা গোটা অঞ্চলের

স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে কোথায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিকাশ, তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উদ্যোগ নেবেন, তা নয়, তাদের পাকিস্তানপ্রীতি ও ধর্মান্ধতার গোড়ায় আরও জল ঢালছেন। এটা শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশের পক্ষেও বিপজ্জনক। আখেরে মমতাও লাভবান হবেন না, কারণ এই পাকিস্তানপ্রেম ও ধর্মান্ধতা আরও অন্ধকার খুঁজবে। আল কায়েদা ও ইসলামিক স্টেট (আইএস) এই অন্ধকারেই উপমহাদেশে শক্তি সঞ্চয় করেছে, এই অধ্যায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যুক্ত করেছেন।

মমতা নিজের রাজনীতির কাছেই পরাজিত হয়ে এবং সারদা কাণ্ডে আরও অধোগতি রুখতে এখন ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছেন। এরই অংশ হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা ও ঢাকায় এসে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ সবাই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা বলে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল, সীমান্ত ও তিস্তার জল সমস্যা সমাধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির যে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা যতোটা না পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ তার চাইতে বড় লক্ষ্য পাকিস্তান এবং কলকাতার অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদের একটা বড় অংশকে তুষ্ট করা। পাকিস্তান নানাভাবে বাংলাদেশকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে, বিএনপি-জামায়াত অক্ষকে এ ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়। আর ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করতে গিয়ে মমতা 'জঙ্গি মৌলবাদের দোসর' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেই নতুন চেষ্টা। কারণ নরেন্দ্র মোদী, যাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে পাঠাবেন' বলেছিলেন, তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন।

শেখ হাসিনার সঙ্গে গভীর মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, জঙ্গি দমনে দু'দেশ একসঙ্গে কাজ করছে। কংগ্রেসের সময়ের চাইতেও এখন দু'দেশ আরও ঘনিষ্ঠ। মমতার জন্যে এটা এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। তাই হয়তো নতুন রাজনৈতিক চাল চালছেন।

মমতা বাংলাদেশে এসে একুশের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিশ্চয়ই ভালো ভালো কথা বলবেন, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের তার চাইতেও বেশি আগ্রহ— (ক) জামায়াত মুজাহিদিনের মতো শক্তিগুলোর সঙ্গে তিনি নেই প্রমাণ করতে হবে, আল কায়েদা-ইসলামিক স্টেটের ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে, (খ) পাকিস্তানপ্রেম ও ইসলামপ্রেমের নামে ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি বন্ধ করতে হবে এবং (গ) সর্বোপরি তিস্তা ও সীমান্ত সম্পর্কে দৃষ্টিগ্রাহ্য পদক্ষেপ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে মমতা আসছেন, বাংলাদেশের সেই প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করেছেন। একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করে যে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

২০১১ জনগণনার আগাম পরিসংখ্যান

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে ২৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুসলমান জনসংখ্যার ফের বিপুল বৃদ্ধি। কিন্তু আপাত স্বস্তির খবর একটাই। গত দশকের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার সামান্য কম। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ২৯ শতাংশ, ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ২৪ শতাংশ। যদিও জাতীয় গড়ের থেকে (দশ বছরে ১৮ শতাংশ) এই হার যথেষ্টই বেশি। প্রসঙ্গত, গত এক দশকে মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪.২ শতাংশ হয়েছে। জনপরিসংখ্যানগত এই তথ্য আগামী কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ হতে চলেছে। তার আগে সংবাদমাধ্যমের হাতে চলে এসেছে এই তথ্য।

তথ্যানুযায়ী, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নজির গড়েছে অসম। ২০০১ সালে জনগণনার হিসেবে অসমে মুসলমান বৃদ্ধির হার ৩০.৯ শতাংশ, ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ৩৪.২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গেও এই বৃদ্ধির হার বেড়েছে। গত দশকের তুলনায় তা প্রায় দুই শতাংশ বেড়েছে। ২৫.২ শতাংশ থেকে ২৭ শতাংশ হয়েছে। জাতীয় গড়ের তুলনায় এই বৃদ্ধির হারও দ্বিগুণ। মূলত অনুপ্রবেশ-জনিত কারণে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। উত্তরাখণ্ডেও এধরনের বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত দশকে সেখানে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৯ শতাংশ, চলতি দশকে তা বেড়েছে ১৩.৯ শতাংশ। সারা দেশে এই বৃদ্ধির হার বাড়ার পরিমাণ যদিও ০.৮ শতাংশ।

অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্যেও ২০১১-র জনগণনায় মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষণীয়। যেমন কেরলে ২৪.৭ শতাংশ থেকে ২৬.৬ শতাংশ, গোয়ায় ৬.৮ থেকে ৮.৪ শতাংশ, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৭ থেকে ৬৮.৩ শতাংশ, হরিয়ানায় ৫.৮ থেকে ৭ শতাংশ এবং দিল্লীতে ১১.৭ থেকে ১২.৯ শতাংশ। গত মার্চে জনগণনা দপ্তর এহেন তথ্য-পরিসংখ্যান তৈরি করে ফেলে। কিন্তু সহজবোধ্য রাজনৈতিক কারণে তা প্রকাশের দিনক্ষণ পিছিয়ে দেয় তৎকালীন ইউপিএ সরকার। কিন্তু জানুয়ারির মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনার সি চন্দ্রমৌলী-র সঙ্গে বৈঠকের পর গত ২১ জানুয়ারি জানিয়ে দেন এই তথ্যগুলি অবিলম্বে প্রকাশ করা হবে। সূত্রের খবর, তথ্যে অপ্রিয় সত্য কিংবা স্পর্শকাতর বিষয় থাকলেও তা প্রকাশে পিছপা হবে না কেন্দ্র। লক্ষণীয়, মণিপুরই একমাত্র রাজ্য যেখানে মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যার হার কমেছে (প্রায় ০.৪ শতাংশ)।

ভাবী সাংবাদিকদের নিয়ে হিন্দুস্থান সমাচারের কর্মশালা

শুভাশিস রায়॥ গত ১৮ জানুয়ারি বহুভাষী সংবাদসংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের উদ্যোগে কলকাতা প্রেসক্লাবে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত বিষয়ে আগত ভাবী সাংবাদিকদের আলোকপাত করেন সমাজের বিশিষ্ট সাংবাদিকরা। অতিথি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন হিন্দুস্থান সমাচারের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, কলকাতা প্রেসক্লাবের সভাপতি অম্বর মুখোপাধ্যায়, পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের বিশিষ্ট সাংবাদিক পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ, প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক রঞ্জিত রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সদস্য অসীম কুমার মিত্র, খ্যাতনামা শিল্পপতি তথা সমাজসেবী সজ্জন ভজনকা এবং প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এরপর হিন্দুস্থান সমাচারের কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকার উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। তাঁর কথায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হিন্দুস্থান সমাচারের পথ চলার কথা উঠে আসে। তিনি বলেন, এই বহুভাষী সংবাদসংস্থা শুরু হয় ১৯৪৮ সালে, কিন্তু ২০০১ সালে তার পুনর্জন্ম হয়। এর পাশাপাশি তিনি সংবাদমাধ্যমের রাষ্ট্রধর্ম এবং রাজধর্ম পালন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ বলেন, সংবাদ পরিবেশনের সময় যতটা সম্ভব নিঁখুত এবং সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ কোনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে সমাজের মানুষের কাছে ভুল বার্তা দেওয়া হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সাংবাদিকতা বিষয়ের এক একটি দিক তুলে ধরেন, যা ছাত্রছাত্রীদের আগামীদিনে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সাংবাদিক রঞ্জিত রায় বলেন, সাংবাদিকতার প্রথম ধাপ, যে ভাল লিখতে জানবে সেই সফল হবে। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্দেশে বলেন, যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা বিষয়ে পাঠ দান করে তাদের উচিত সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পড়ে সাংবাদিকতা শেখার পাশাপাশি লেখার মানও বাড়াতে পারবে। আবার সাংবাদিক ও অধ্যাপক অম্বর মুখোপাধ্যায় চার ধরনের সংবাদমাধ্যমের কথা তুলে ধরেন। রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র এবং ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে কোন কোন কারিগরী পদ্ধতি মেনে চলা হয়। তেমনি আগে কীভাবে হোত বা এখন তা কীভাবে হয় তাও বলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক অসীম কুমার মিত্র জানান, ভাষার উপর দখল না এলে সাংবাদিকতা হবে না। অর্থাৎ সবার প্রথম লিখতে জানতে হবে। আগামীদিনের সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ইতিবাচক ভাবনা আসতে হবে সাংবাদিকতায় যা আজ অনেকক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। একই কথা শোনা গেল বিশিষ্ট সাংবাদিক ও স্তম্ভ লেখক রথীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেও।

স্মারক পত্রিকার উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। মোট দু'টি সেশনে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। উপস্থাপকের ভূমিকায় ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী। কর্মশালার শেষাংশে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অনেক বিষয়ে অবগত হন। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে কর্মশালায় যোগ দেওয়ার কারণে একটি করে শংসাপত্রও প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রছাত্রীরা জানায় কর্মশালায় যোগ দেওয়ায় তারা অনেক কিছু জানাতে পারল, যা আগামীদিনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে কাজে লাগবে।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

নেপালে ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ পুনঃস্থাপনে সংকল্প দিবস

সংবাদদাতা॥ গত ২৬ ডিসেম্বর (২০১৪) নেপাল জুড়ে পালিত হয়েছে ‘হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃস্থাপন সংকল্প দিবস’। এই সংকল্প দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক নেপালবাসী যাঁরা হিন্দুরাষ্ট্র ফিরে পেতে চান, তাঁরা নিজেদের বাড়ির সামনে রাজপথে বড় কলসে ফুল সাজিয়ে রেখেছিলেন। বিভিন্ন শোভাযাত্রা-সহ মিছিল করে দাবির সমর্থনে যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁদের কপালে রাঙা আবির দেওয়া হচ্ছিল। এই দাবির সমর্থনে যুবসম্প্রদায়ের কয়েকটি সংগঠন বেশ কিছু স্থানে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য কাউন্টার খুলেছিল।

কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথ মন্দির, বিভিন্ন মার্কেট, বীরগঞ্জ, চিতোয়ান, ভরতপুর ও পোখরা-তে লাইন দিয়ে মানুষ দাবিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

আফগানিস্তানের থেকেও আই ই ডি বোমা বিস্ফোরণ বেশি ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিপজ্জনক ইম্প্রোভাইসড এক্সক্লুসিভ ডিভাইসেস (আই ই ডি)-র মোকাবিলায় ভারত একটি যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস মোকাবিলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থা নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বৈঠকে বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়। ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া চারদিনের এই বৈঠকে দু’দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বিস্ফোরণের প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও কীভাবে তার মোকাবিলা করা যায়— মূলত এই বিষয়গুলিই আলোচনায় উঠে এসেছে। সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ভারতই বিশ্বের অন্যতম দেশ যেখানে প্রতিবছর আফগানিস্তানের থেকেও আই ই ডি বোমা বিস্ফোরণ বেশি হয়ে থাকে।

ভারতীয় দলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সি আর পি এফ, এন এস জি, এন আই এ-র প্রতিনিধিরা ছিলেন। অন্যদিকে আমেরিকার দলের মধ্যে ছিলেন এফ বি আই, হোমল্যান্ড সিকিওরিটি, প্রতিরক্ষা ও বিচারবিভাগের প্রতিনিধিরা। এই বৈঠকে চর্চা সূত্রে এটাও উঠে আসে যে বিশ্বের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি আফগানিস্তান ও ইরানে যে বিস্ফোরক ব্যবহার করে প্রায় সেই একই ধরনের বিস্ফোরক ভারতের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিও ব্যবহার করে। এমনকী বোমা তৈরির কলাকৌশলটাও একই রকমের।

আই ই ডি বিস্ফোরণ সংশ্লিষ্ট ভারতের ভয়াবহ এলাকা

রাজ্য	২০১২	২০১৩
মণিপুর	৬৯	৬৬
জম্মু-কাশ্মীর	১৮	২৭
বিহার	২১	১৯
ছত্তিশগড়	১৯	১৮
ঝাড়খন্ড	১২	১৫
অসম	২৬	১০

বিস্ফোরণে আহত ও নিহতদের ৬৩ শতাংশই মাওবাদী-কৃত।

সূত্র : টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া

সংবাদ প্রতিবেদন

তৃণমূলে মুষল-পর্ব শুরু হয়েছে

তৃণমূল দলে এখন মহাভারতের মুষল-পর্ব চলছে। সারদাকাণ্ডের জেরে দলের নেতা নেত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগাতার বিবৃতি দিচ্ছেন। তাঁদের রাগ অভিমানের যথেষ্ট কারণও আছে। বাকিদের কপালে শিকে ছেঁড়েনি। তাঁরাও রাজনীতিতে এসেছেন ভাগ্যবান ওই পাঁচজনের মতো জনমতের সমর্থনে। কেউ বিধায়ক হয়েছেন। কেউবা হয়েছেন দলের সাংসদ। অথচ চিটফান্ডের টাকার ভাগবাঁটোয়ার সময় তাঁরা বাদ পড়েছেন। ফলে দলে চলছে বিদ্রোহ আর বিবৃতির বন্যা। কোনওভাবেই বিদ্রোহে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। দিদির গড়ে দেওয়া দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু মুষল-পর্ব চলছেই। এবং যেভাবে চলছে তাতে দলের অস্তিত্ব ২০১৬ সালে বিধানসভার নির্বাচন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখাই এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। যাঁরা বিবেকের তাড়নায় বিদ্রোহের বুলি আওড়াচ্ছেন তাঁরা নিজেরাই কতটা সৎ তা' নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় টিভি ক্যামেরার সামনে তৃণমূল নেত্রীকে একনায়কতন্ত্রী বলে দুষলেন। পরের দিনই পাল্টি খেয়ে বললেন, 'আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করেছে সংবাদমাধ্যম।' এই আই এ এস ভদ্রলোকটি একদা সিপিএমের চোখের মণি ছিলেন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এই ভদ্রলোকের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে 'অপারেশন বর্গা' প্রকল্প চালু হয়। মালিকের কাছ থেকে কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে বর্গাদাররা স্বাধীনভাবে চাষ করতে থাকেন। তখন সিপিএম নেতৃত্বের কাছ থেকে বিপ্লবী অভিনন্দন কুড়িয়েছিলেন দেবব্রতবাবু। পরে জ্যোতিবাবুর সৌজন্যে তিনি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেন। তখন সিপিএম নেতারা বলতেন, 'উনি দিল্লীতে আমাদের লোক।' একদা রাজীব গান্ধী, শ্যাম পিত্রোদার ঘরের লোক বলে পরিচিত দেবব্রতবাবু অবসর নেওয়ার পর দল বদল করে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হন। মমতা তাঁকে রাজ্যসভায় দলের সাংসদ করে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর আমলাবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সংসদে হৈচৈ ফেলে দেওয়া। লাভ হয়নি। তৃণমূল সাংসদদের ঘরোয়া কোন্দলে তাঁকে রাজ্যসভায় মুখ খুলতেই দেওয়া হয়নি। উল্টে ভুয়ো বিমান টিকিট জমা দিয়ে

গূঢ় পুরুষের কলম

সাংসদ তহবিল থেকে অতিরিক্ত টাকা তোলার অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। দেবব্রতবাবুর বিশ্বাস তাঁর দলেরই এক সাংসদ তাঁকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন। দলে এখন তাঁর কোণঠাসা অবস্থা। মমতাও এই অশীতিপর বৃদ্ধ আই এ এস আমলাকে স্মরণ করেন না। তাই তাঁর মনে হয়েছিল দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দাগলে সহজেই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসা যাবে।

সংবাদপত্রের মনোযোগী সচেতন পাঠকেরা খেয়াল করে দেখুন দলের মধ্যে বিদ্রোহী কথাবার্তা বলছেন 'বখরা' হারানো তৃণমূল নেতারা। দলের সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী বিজেপি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন তৃণমূলে তাঁর গুরুত্ব বাড়াতে। রাজারহাটের তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত বিদ্রোহী কথাবার্তা বলছেন, কারণ তাঁর সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই চলছে তাঁরই দলের বিধায়ক সুজিত বসুর। দলীয় নেতৃত্ব সুজিতবাবুকে বেশি পাত্তা দিচ্ছেন। এতেই সব্যসাচীবাবুর গোঁসা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সুজিতবাবুর অনুগামীরা রাজারহাট— নিউটাউন এলাকায় সিন্ডিকেট-রাজ কায়েম করেছে। তৃণমূলের দলীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেও সবাই জানে এসব কথা মূল্যহীন। পুরো দলটাই এখন শৃঙ্খলাহীন, দুর্নীতিপরায়ণ। মহাভারতের মুষল-পর্বে পরস্পরকে দোষারোপ ও আঘাত করে যাদব বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধ্বংস রোধ করতে পারেননি। কলিযুগে মমতা-মুকুল- পার্থেরও ক্ষমতা নেই তৃণমূলকে রক্ষা করার। খবরের কাগজ খুললেই চেখে পড়বে মহিলাকে বিবস্ত্র করে অত্যাচার, ধৃত তৃণমূলকর্মী। দ্বাপরে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করার অপচেষ্টায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে লাঞ্ছনাকারী কৌরব বংশ ধ্বংস হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তৃণমূলের সমূলে বিনাশ আসন্ন।

দলে কম গুরুত্বপূর্ণ সব্যসাচী দত্তদের শাস্তি দেওয়াটা সহজ। সিউড়ির বিধায়ক স্বপন ঘোষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করার জন্য বীরভূমের বাহুবলী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামীদের অভিযুক্ত করলে দল অভিযোগকারীকেই রক্তচক্ষু দেখায়। অথচ যখন সারদা তদন্তে মন্ত্রী মদন মিত্রকে সিবিআই গ্রেপ্তার করলে প্রতিবাদে সংসদে বিক্ষোভ দেখানোর সময় তৃণমূল সাংসদ সুগত বসু জানিয়ে দেন তিনি ওই বিক্ষোভে নেই। তিনি বলেছিলেন, 'যাঁরা সাধারণ মানুষের টাকা নয়ছয় করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বিচার হওয়া উচিত। তাঁরা যিনিই হোন না কেন।' দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সুগত বসুর মুখে লাগাম পরানোর সাহস নেই। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সাধন পাণ্ডে বেচাল কথাবার্তা বলেছেন। দলের মধ্যে সাধনবাবু কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। তাই তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।

সুব্রতবাবু ওজনদার মন্ত্রী, তাই বেকসুর খালাস। নেতা-নেত্রীদের ওজন বুঝেই ব্যবস্থা নেওয়ার নীতি অনুসরণ করলে অদূর ভবিষ্যতে দলে তোলাবাজ লুম্পেনরাই রাজত্ব করবে। সেদিন আর বেশি দূরে নেই। তাই বলছি, তৃণমূল দলে মুষল-পর্ব শুরু হয়েছে। পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য। ▮

রাগে অনুরাগে বাম ও ওবামা

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

আবার আমার গর্ব হয়েছে। তাই আপনাদের কাছেই এই চিঠি। আবার আমার রাগ হয়েছে। তাই আপনাদের কাছেই সেই নালিশ।

২৬ জানুয়ারি। সাধারণতন্ত্র দিবস। ভারতবাসীর কাছে এক অহঙ্কারের দিন। অনেক বিবাদ-বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' ভারতের মাথা তুলে দাঁড়ানোর দিন। এই দিন বিশ্বকে বলার দিন— এই দেখ আমরা ভারতবাসী বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের অংশীদার। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের বীরত্ব, আমাদের বহুত্বকে দেখানোই তো দিল্লীর রাজপথের কুচকাওয়াজ। আর এবার এই কুচকাওয়াজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মাঝে বসে দেখলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

এই দেশের এক নাগরিক, এক মুখ্যমন্ত্রীকে আমেরিকায় ঢুকতে দেবে না বলে পণ করেছিল মার্কিন প্রশাসন। ন'বছর ধরে তাঁর ভিসা নিয়ে টালবাহানা চলেছে। সেই ব্যক্তি তর্কে জাননি। মনে মনে বলেছিলেন, আমায় তোমরা ভিসা দিচ্ছ না কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন ভারতের ভিসা পাওয়ার জন্য লাইন লাগাবে আমেরিকা। সেই ব্যক্তির বাম নরেন্দ্রভাই মোদী। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া মোদীর সেই শপথকে সত্যি করে ওবামা এলেন ভারতে। দেখলেন ভারতের শৌর্য-বীর্য। হতে পারে তাঁর দেশ অনেক ধনী কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ধনের কাছে তাঁর দেশ যে একেবারেই নগণ্য। না, বারাক ওবামার ভারত আগমনকে আমি কখনওই ভিসা পাওয়ার জন্য লাইন দেওয়া বলছি না। আমার দেশের গর্বের মন্ত্র তো 'অতিথি দেবো ভব'।

ওবামা কেন এদেশের আগ্রহ নিয়ে এলেন, কেন মোদীর আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন, দু'দেশের মধ্যে যেসব চুক্তি হলো তার সুদূরপ্রসারী ফল কতটা এসব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সে প্রশ্ন তোলার বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু এক বুক গর্ব করায় কোনো বাধা নেই। এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি বারাকের দু'হাত বাড়ানো মোদীকে আলিঙ্গন। সুদৃশ্য পাগড়ি পরা নরেন্দ্রভাইয়ের পাশে সারাক্ষণ হাসি মুখে বসা ওবামার কুচরাওয়াজ দেখার উপভোগ্য মুখ।

এবার বলি রাগের কথাটা। ওবামা যেদিন দেশে এলেন মানে সাধারণতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধ্যায় নিজের শহরেই দেখলাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাবেশের ডাক দিয়েছে ম্রিয়মান সিপিএম। রাজনীতি থেকে ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে যাওয়া, গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়া সিপিএম। বক্তব্য রাখছেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক। সেটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য কিনা ধরতে পারলাম না তবে বিজেপি বিরোধী তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী এটা স্পষ্ট ছিল। ব্যক্তিগতভাবে জানি ওই নেতার ছেলে এখন আমেরিকায় চাকরির সন্ধানে গেছেন। যাই হোক, তিনি তখন বলে চলেছেন, আমেরিকার কাছে মাথা বিক্রি করার জন্য ওবামাকে ভারতে নিয়ে এসেছেন মোদী। আমার মোটা মাথায় একটা চিন্তা এল, আচ্ছা মাথা বিক্রি করতে হলে তো মোদী নিজেই আমেরিকায় চলে যেতে পারতেন। তবে কি ভারতীয় মাথা কিনতে ওবামা এসেছেন। এটা ঠিক যে ভারতীয় মাথা মানে মেধার খুব দর ওই দেশে। কিন্তু ওবামার মুখে যা শুনলাম তিনি তো মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানেরই প্রশংসা করে গেলেন।

আসলে আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা সব কিছুই একটু দেরিতে বোঝেন আর নিজের জীবন ও খোলা মাঠের বক্তব্য নিয়ে দ্বিচারিতা করেন। কমপিউটারের চূড়ান্ত বিরোধিতা করে এরাজ্যকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়ে এখন নিজেরাই কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছেন। সেই বিরোধিতার সময়ও কিন্তু বাম নেতাদের বাড়িতে মনিটর, মাউস, কিপ্যাডের কমতি ছিল না। যুক্তি— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এই যেমন বারাক ওবামার আগের ভারত সফরের সময় তাঁর দেওয়া নৈশভোজে স্যুট টাই পরে হাজির হয়েছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। কিন্তু এবার তারাই ঘটা করে মিছিলে হাঁটলেন। যদিও তাঁদের মিছিল কোনো গুরুত্বই পেল না। দিল্লীতেও না, কলকাতাতেও না।

সংসদীয় দলের পক্ষে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ইয়েচুরি। কিন্তু যাননি। ঘোষিতভাবে বয়কট করেছেন। আসলে সংসদীয় সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে এই মুহূর্তে তাঁরা এতটাই নগণ্য যে ইয়েচুরি, কারাটদের যাওয়া বা না যাওয়ায় কিছুই যায় আসে না। আবার তাদের মিছিলে হাঁটা নিয়েও ওবামার সফর এবং মোদীর আচ্ছে দিনের লক্ষ্যে কোনো প্রভাব পড়ে না।

এবামা সফরের বিরোধিতা করে কি এই রাজ্যের মানুষের কাছে তাদের সম্পর্কে ভাবনায় আদৌ কোনো পরির্তন আসবে? সাধারণ মানুষ এমনকী কর্মীদের মন থেকেও যে তারা নির্বাসিত।

—**সুন্দর মৌলিক**

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন

অম্লানকুসুম ঘোষ

পৃথিবীতে মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি শ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয় যা কিছু তার একটা বড় অংশ ভারতবর্ষেরই অবদান। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, আধ্যাত্মিকতায় এবং রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় এই অবদানের স্বাক্ষর দেখা যায়। বর্তমান কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার একমাত্র বিষয় গণতন্ত্র, সেও ভারতেরই দান। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বৈশালীতে লিচ্ছবি বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল গণতন্ত্র, তা পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্র (তিন হাজার বছর প্রাচীন, এথেন্সের বহু পূর্বে)। সেই প্রাচীনতম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষ বর্তমানেও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে পরিচিত। সেই প্রাচীনতম বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিকভাবে করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপনের বহু পূর্বে, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চিন্তা যখন রাষ্ট্রনায়কদের মনের মণিকোঠায় স্বপ্নের মায়াজাল বুনে চলেছিল সেই সময় বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই অমোঘ সতর্কবাণী— "Democraey without education is hypocrisy without limitation"। প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, জ্ঞানী সেই ভবিষ্যদ্রষ্টার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্যি হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে।

মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই স্থির করতে হয় মাপকাঠি। এক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে দু' ধরনের মানদণ্ড সাধারণত রাষ্ট্রনীতির-গবেষকরা ব্যবহার করেন। প্রথমত, তুলনামূলক মাপকাঠি, অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্র বা সমাজের সঙ্গে তুলনা করা। দ্বিতীয়ত, আদর্শগত মাপকাঠি, অর্থাৎ যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এই গণতন্ত্র গঠিত হয়েছে সেই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা পরখ করে দেখা। দেখা যাক, এই দু' ধরনের মাপকাঠিতে আমাদের দেশ ও তার গণতন্ত্র কোন অবস্থানে আছে।

তুলনামূলক মাপকাঠিতে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে ক'টি দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাদের মধ্যে বহু দেশ গণতন্ত্রের পথে চলা শুরু করলেও একমাত্র ভারতবর্ষই সেই পথে নিজেদের যাত্রা অটুট রাখতে পেরেছে এখন পর্যন্ত। পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ বিশাল ভূখণ্ডের সবক'টি দেশই তাদের গণতন্ত্রকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। সামরিক একনায়কতন্ত্রের নির্মম হস্ত তাদের কণ্ঠরোধ করেছে মাঝেমধ্যেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আপাতশান্ত দেশগুলিও তাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে মাঝেমধ্যেই স্বৈরতন্ত্রের পায়ে বলি দিতে বাধ্য হয়েছে। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার ইতিহাসে তো খালি একনায়কতন্ত্রের একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। ফলে গণতন্ত্র শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার জাপান এই কটি জায়গায় (অর্থাৎ যে জায়গার দেশগুলি প্রথম বিশ্ব নামে পরিচিত) সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হচ্ছে ভারত। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে ব্যতিক্রমী দু' বছর বাদ দিয়ে বাকি সময় গণতন্ত্র থেকেছে অবধারিতভাবে; কলম যেখানে থেকেছে চিরস্বাধীন, বাকস্বাধীনতা যেখানে পেয়েছে নতুন দিগন্ত। দমবন্ধকর তৃতীয় বিশ্বের গুমোট আবহাওয়ার মাঝে এ যেন এক দমকা খোলা হাওয়ার অবাধ প্রান্তর। মত প্রকাশের স্বাধীনতাহীন এশিয়ার অন্যান্য দেশ--- আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার চিন্তাশক্তি মরুভূমিতুল্য স্থানের মাঝে এ যেন এক স্বাধীন মতের ঝরনাধারা। গর্বোদ্ধত পশ্চিমের চোখে বর্বর, গণতন্ত্রের অনুপযোগী, তৃতীয় বিশ্বের মাঝে ভারত এক সমীহ আদায় করা শক্তি। যে ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে এসে আমেরিকা থেকে জাপান, ইংল্যান্ড থেকে জার্মানি সবাইকেই বলতে হয় গণতন্ত্র পরিচালন-ব্যবস্থা ভারতের থেকে শিক্ষণীয়। তাই একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে গণতন্ত্র মূল্যায়নের তুলনামূলক মাপকাঠিতে ভারত আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে।

কিন্তু মাপকাঠি তো কেবল একটি নয়। আদর্শগত মাপকাঠি, অর্থাৎ যে মাপকাঠিতে ভারতীয় সংবিধানের মূল লক্ষ্যসমূহ পূরণ হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা হয়। সেই মাপকাঠিতে ভারত খুবই শোচনীয় অবস্থায় আছে। ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করা। বিভিন্ন স্তরে আইনসভা ও

নাগরিক প্রশাসনের নির্বাচন এই ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, যে কোনো সময়ে যে কোনো দলের সরকার যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দেশের বেশিরভাগ লোকের অপছন্দ হয়েছে। নীতি ও তার প্রয়োগ, পরিকল্পনা ও তার সঠিক রূপায়ণে এত তফাত কেন? কেন এত পার্থক্য? উত্তর খুঁজতে গেলে দেখতে হবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গঠনগত ও গুণগত ত্রুটিগুলির দিকে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র, ইংল্যান্ডের অনুকরণে গঠিত। এই গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষজন। সেই সময়ের জন্য এই প্রতিনিধি অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রিতভাবে আইন প্রণয়ন করে। অসুবিধে এখানেই, নির্বাচিত হওয়ার পরে সেই প্রতিনিধি জনসাধারণের ইচ্ছার বদলে নিজস্ব ইচ্ছার দ্বারা আইন প্রণয়নে ব্রতী হন। তাঁর এবং তাঁর আইনসভার সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণের ইচ্ছে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কোনো দায় তাঁর থাকে না। আবার নির্ধারিত সময়ের পরেও জনসাধারণ বিরুদ্ধ মত দিলেও আইনসভার সদস্য পরিবর্তিত হয় কিন্তু তাতে পূর্বের সদস্যের দ্বারা কৃত আইনসমূহের পরিবর্তন সরাসরি হয় না, তা নির্ভর করে নতুন নির্বাচিত সদস্যের নিজস্ব ইচ্ছার ওপর। অর্থাৎ জনসাধারণের ইচ্ছে প্রকাশ করে শুধুমাত্র সদস্য নির্বাচনের সময়ে, নীতি নির্ধারণের সময়ে এই ইচ্ছের কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটে না বা ঘটানোর সুযোগ থাকে না।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এটি হলো গঠনগত ত্রুটি। অবশ্য এই ত্রুটি কমবেশি পৃথিবীর সবরকম গণতন্ত্রেই বিদ্যমান। তা সে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই হোক (আমেরিকার মতো) বা বিভিন্নরকমের পরোক্ষ গণতন্ত্রই হোক (ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদির মতো)। এই ত্রুটি থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার একটিই পদ্ধতি তা হলো ইস্যুভিত্তিক নির্বাচন চালু করা। অর্থাৎ সরকারের কোনো একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার আগে শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যদের মধ্যে ভোটাভুটি না করে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করা। ধরা যাক, ২-জি স্পেকট্রাম বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, নিলামে হবে, না first come first serve নীতিতে হবে, এই নিয়ে একবার গণভোট হয়ে গেল। ২-জি স্পেকট্রামে সরকারের প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা আয় হয়েছে এতদিনে, বিলম্বিত নিলামের জন্য এবং পূর্ববর্তী বণ্টন বাতিলের জন্য সরকারি ক্ষতি হয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকা। সময়গত ও বিনিয়োগ থেকে পেছিয়ে আসার কারণে অর্থগত ক্ষতির যে মোট বোঝা দেশের শিল্পমহলের ওপর পড়েছে তার পরিমাণও বেশ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। একবার গণভোট করতে খরচ হয়, দু' হাজার কোটি টাকা (দেশের সাধারণ নির্বাচনে হওয়া খরচের সমান)। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গণভোট নেওয়া দু' হাজার কোটি টাকা খরচের বদলে সরকার তথা দেশ অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারত। এটি একটি নমুনা মাত্র। কয়লা খনি বণ্টন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এভাবে গণভোটের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে দেশ তথা জনসাধারণ উপকৃত হোত। সরাসরি অর্থনৈতিক সংযোগ নেই কিন্তু দেশ ও জাতির দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে সেরকম কিছু সিদ্ধান্ত যেমন ৩৭০ ধারা জারি থাকবে না থাকবে না, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হবে না হবে না, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে চলবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গণভোটের দ্বারা নেওয়া হলে স্বাধীনতার চৌষট্টি বছর পরেও তা অমীমাংসিত থাকত না। এই গণভোট ব্যবস্থা প্রাচীন বৈশালী ও এথেন্সে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোনো বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে তা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু বর্তমান ভারতের যে উন্নত নির্বাচন পরিচালন-ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা অতি সহজেই এই গণভোট পরিচালনা করা যায়।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি গুণগত ত্রুটিও বিদ্যমান। প্রজাতন্ত্র চালিত হয় প্রজা অর্থাৎ জনসাধারণের দ্বারা। সেই জনসাধারণের গুণগতমান বা শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত (ভয়ে, লোভে বা ভুল বুঝে) না হবার দৃঢ়তা ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় জনসাধারণের সেই যোগ্যতা পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। আজও দেশের বেশিরভাগ লোক অশিক্ষিত (প্রথাগত ও প্রজ্ঞাগত দু'ভাবেই)। প্রথাগত শিক্ষার পরিধির বাইরে যে বিপুল জনসমষ্টি বিদ্যমান তাদের মধ্যে প্রজ্ঞাগত অনেক জ্ঞান থাকলেও গণতান্ত্রিক চেতনা নেই। আবার প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারীদের অনেকের মুখস্থবিদ্যার বাইরে কোনো জ্ঞান নেই, বিচক্ষণতাও নেই। ফলত প্রজাতন্ত্র প্রজাসাধারণের হাতে যে অধিকার তুলে দিয়েছে তার সারমর্ম উপলব্ধি করতে ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপনের বহু পূর্বে, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চিন্তা যখন রাষ্ট্রনায়কদের মনের মণিকোঠায় স্বপ্নের মায়াজাল বুনে চলেছিল সেই সময় বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই অমোঘ সতর্কবাণী— "Democraey without education is hypocrisy without limitation"। প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, জ্ঞানী সেই ভবিষ্যদ্রষ্টার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্যি হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে।

উপরিউক্ত এই দুই ত্রুটি (গুণগত ও গঠনগত) ভারতীয় গণতন্ত্রকে করেছে বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। এর সুযোগে সৃষ্টি হয়েছে কিছু মধ্যস্বত্বভোগী পরগাছা শ্রেণীর যারা সাধারণ মানুষ ও সরকার এই দুইয়ের মাঝে থেকে, উভয়কেই বঞ্চিত করে, দেশের ক্ষতি করে শুধু নিজেদের উদরপূর্তি করে। রাজনীতি ছাড়া এদের কোনো উপার্জনের পথ নেই। আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রবীণ অবস্থায় এদের থেকে মুক্ত হওয়াই গণতন্ত্রপ্রেমী ভারতীয়দের প্রধান লক্ষ্য।

সব সাফল্যই সর্বদা শত শতাংশে উপনীত হয় না। তবু সাফল্যের যে অংশটুকু হয়েছে অধিগত, হয়েছে করায়ত্ত, তাকেই আস্বাদন করে ভবিষ্যতের আরও বড় সাফল্যের শরিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভারত শত বাধা সত্ত্বেও, শত প্ররোচনা সত্ত্বেও, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পথে আজও অটল। তাই এই অপরাজেয় থাকার কৃতিত্বকে মনে রেখে বাকি সব অপূর্ণতাকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে দেশের সবাইকে। আজ প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যক্ষণে এই হোক সকল দেশবাসীর একমাত্র অঙ্গীকার। ■

সততার মুখোশ-পরা কেজরিওয়াল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপুল ভেকধারণের কৌশল জানা না থাকলে যে কেজরিওয়াল হওয়া যায় না তা দিল্লীর রাজ্য নির্বাচন ও তার পরের ঘটনাবলীর দ্রুত পট পরিবর্তন পরিষ্কার করে দিয়েছে। যে উল্কার গতিতে তিনি ১৫ বছরের শীলা দীক্ষিতের সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে নির্বাচনী চমৎকারিত্ব দেখিয়েছিলেন সেটা যে শুধু fluke বা চমৎকারিত্বই ছিল তা তাঁর অরাজকতাময় মুখ্যমন্ত্রিত্বকাল তো বটেই, গত লোকসভা নির্বাচনে দিল্লীতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়াও দিনের আলোর মতো সহজ করে দেয়। এই নিয়ে সংবাদপত্রের পাতায় নানান বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা তাঁর সততার মুখোশের অন্তরালে যে কদর্য ক্রিয়াকর্মের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তার কিছু নজর-আন্দাজ দেরিতে হলেও দিল্লীর মানুষজন নিশ্চয় পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দলের মূল পাণ্ডারাও যেমন— মনীশ শিশোদিয়া, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্তভূষণ, মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শীতলবাদ প্রমুখ গুণধরদের মধ্যে একটি গুণ 'কমন' ছিল। সেটি হলো যেন তেন প্রকারেণ দেশের ক্ষতি কি করে করা যায়। ভারত-বিরোধী কাজকর্মে একে অপরের সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিতেন। প্রশান্তভূষণ কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা তা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন। তিস্তা শীতলবাদ এই সেদিন ইরাকে মার্কিন সাংবাদিক হত্যা দৃশ্যকে একটি ভারতীয় ধর্মীয় প্রতীকের প্রেক্ষাপটে কায়দা (juxta pose) করে বসিয়ে দিয়ে তাঁর টুইটারে লিখলেন— ধর্মীয় উন্মাদরা সবাই এক (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৩.৮.২০১৪)। তাঁর এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ আছড়ে পড়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অসৎ উদ্দেশ্যের ছবিটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। এরকমই নানান গুণীজনে জমজমাট কেজরিওয়ালের বাহিনী। এই প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে তাঁর ঐতিহাসিক কুকর্মগুলির নমুনা। জাতীয় জীবনে এই ধরনের

ধোঁকাধারীদের সম্পর্কে সচেতন হতে এগুলি নজরে রাখা ভাল। তবে এখানে সংবাদপত্রের ভাষায় কোনো স্টোরি করা যাবে না। কিছু বিক্ষিপ্ত কিন্তু পরস্পর সম্পৃক্ত তথ্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে মাত্র। উৎসাহী পাঠক তাঁর আধুনিক কমপিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে যাচাই করে নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন।

(১) আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)-র সেই ১৯৫৩ থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত ডাইরেক্টর থাকা Allen W. Dulles তাঁর Dclassified কাগজপত্রে জানিয়েছিলেন সিআইএ-র সঙ্গে রকফেলার ফাউন্ডেশান, ফোর্ড ফাউন্ডেশান ও ম্যাগসেসাই আওয়ার্ড কীরকম একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রেই মনোমত লোক পেলেই এইসব শিক্ষা সংস্কৃতি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যক্তিদের frontman করে তারা রাস্তা তৈরি করে। কেজরিওয়ালের দুষ্কর্মের হাত পাকানোও শুরু এই ম্যাগসেসাই দিয়েই। (http://www.rmaf.org.hh/newrmaf/main/awardees/awardee/ biography/141)

(১) ২০০২ সালে কেজরিওয়ালের সংস্থা 'Sampoorna Parivartan' এবং সহযোগী যোগেন্দ্র যাদবের CSDS (Centre for studies of developing Societies) যথাক্রমে আশি হাজার ইউ এস ডলার ও দু' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার অনুদান পায়। কিন্তু এই অনুদান গ্রহণ ছিল আদতে একটি অর্থনৈতিক অপরাধ। কেননা ২০০২ সালে কেজরিওয়াল ছিলেন উচ্চপদাধিকারী সরকারি কর্মী। কোনো সরকারি কর্মীই কর্মরত অবস্থায় এই ধরনের অর্থগ্রহণ যে করতে পারেন না একথা হয়ত সকলেই জানেন। তাহলে উনি কি জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। এও জানতেন অনুমতি ছাড়া তাঁর পক্ষে এনজিও খোলাও ছিল বেআইনি। এর ফলে স্টাডি লিভ-এর ছলে তিনি মনীশ শিশোদিয়া প্রমুখের যোগসাজসে ২০০০-'০১ সালেই তাঁর 'পরিবর্তন' (Parivartan) এনজিও চালু করে দেন। জালিয়াতিটি পরিষ্কার হয়— যখন ২০০৯ সালের ১০ মার্চ 'পরিবর্তন' তার ওয়েবসাইটে লিখেছে— এটি কোনো এনজিও বা নথিভুক্ত সংস্থা নয়। ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এটি 'an association of person', অথচ ২০০২ সালে তাঁর ওয়েবসাইট লিখছে— ১৯৬০ সালের Society Registration Act অনুযায়ী নথিভুক্ত হওয়ায় (পরিবর্তন) ইনকাম ট্যাক্স-এর ৮০-জি ধারায় ট্যাক্স-এর ছাড় পাওয়ার যোগ্য। এটি প্রত্যক্ষ জালিয়াতি (See link : http.//web.archive.org/web/20020402040840/http ://www.parivartan.com)। প্রসঙ্গত, শুধু ২০০২ সালে যে ৮০ হাজার ডলার তিনি অনুদান পেয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে তা তাঁর ১৫ বছরের বেতনের সমান ছিল। এছাড়া তাঁর বিদেশি অর্থাগমে কখনও ভাটা

পড়েনি। ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশান না হওয়া সত্ত্বেও ২০০৫ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে সরকারি কর্মী কেজরিওয়াল টাকা পান 'Jan Sunvai Campaign' পরিচালনার সুবাদে। এটিও ফৌজদারি অপরাধ। এর পরে পরেই তার নাম ম্যাগসেসাই-এর জন্য তদ্বির করা হয়।

(৩) ২০০৫ সালে ১৫ আগস্ট আরও গূঢ় মতলব করে 'পরিবর্তন' থেকে শাখা বদল করে 'কবীর' নামের নতুন এনজিও-র জন্ম দেন। এটিও সম্পূর্ণ বেআইনি, যেহেতু তিনি তখনও সরকারি কর্মী ছিলেন। ২০০৬ সালে কেজরিওয়াল পদত্যাগপত্র দেন। এর চেয়েও বিস্ফোরক তথ্য এই জন্মসূত্রেই বেআইনি 'কবীরের' অনুদান সম্পর্কিত। ১৫ আগস্ট ২০০৫ সালে জন্মের সময়ই সংস্থাটি ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে ৪৩৪৮০৩৬ টাকা পেয়েছিল। ফোর্ড-এর ওয়েবসাইট বলছে তারা জুলাই মাসের ১৫ তারিখেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার ১ মাস আগেই 'কবীর'কে ঘোষিত টাকার চেয়ে অনেক বেশি ১ লক্ষ ৭২ হাজার ডলার দিয়েছিল। এই কারচুপি (http://www.fordfoundation.org/pdfs/library/ar 2005.pdf) আন্তর্জাতিক অপরাধ তালিকায় পড়ে। কিন্তু নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে তারা চেপে যায়।

(৪) ভারতের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালানো ও উন্নয়নে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে CIA যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন-কে ঢাল করে কেজরিওয়ালের মাধ্যমে ছক অনুযায়ী কাজ চালাচ্ছিল তা এখন বেপর্দা হয়ে গেছে। নমর্দা বাঁচাও আন্দোলন তীব্র বিক্ষোভে কোদানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বিলম্বিত করা কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এদিকে গবেষণার নামে Mrs. Shimrt Lee নামে এক মহিলাকে কেজরিওয়ালের 'কবীরের' অধীনে কাজ করতে পাঠায় সিআইএ। ইনি মিশরের Tahvir Square ধরনের গণ উন্মাদনা সৃষ্টিতে পারঙ্গম। গবেষণার শীর্ষক ছিল 'Public Power India & other democracy'। ইনি কায়রো, ইজরায়েল, চাদ ইত্যাদি দেশে বিপুল অশান্তি তৈরি করে অভিজ্ঞ হয়ে এসেছেন। স্মরণে থাকতে পারে কেজরিওয়ালের 'মহল্লা কমিটি' বা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ে নিজেকে Anarchist ঘোষণার মাধ্যমে দেশে অস্থিরতা ও জনতাকে অশান্ত করে তোলার পেছনে মন্ত্রণাদাত্রী ছিলেন এই গবেষিকা— এমনটা ধরে নিলে ভুল হবে না। বর্ণিত ঘটনাবলীর কেউই সমাপতন নয়, একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অনুসারী।

কেজরিওয়ালজীর কুকর্ম ও কুমতলবের প্রমাণ আরও বহু তথ্যের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তালিকা দীর্ঘ। নানান ওয়েবসাইটে তার অকাট্য প্রমাণ ভাসমান রয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে তা আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা দেশের কমপিউটার বা নেট-পারদর্শী নয় এমন জনতা তাঁর অসংলগ্ন আচরণের মাধ্যমেই তাঁকে সনাক্ত করে ফেলেছে। সমগ্র দেশকে গ্রাস করতে তিনি লোকসভা নির্বাচনে এক লাফে ৪৩৪ কেন্দ্রে তাঁরই সমগোত্রীয় প্রার্থী পাঠিয়ে ছিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এদের ৪১০ জনের জামানতই ভোটদাতারা কেড়ে নিয়েছে। তাঁর একমাত্র সাংসদ পাওয়া রাজ্য পাঞ্জাবেও সদ্য তাঁর মতলবি প্রার্থীরা জামানত খুইয়েছেন। এটি শুভ লক্ষণ, কেননা একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধী টুপির ভেকধারী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (আগে 'শ্রী'টা দিলাম না— এক মহাপুরুষকে মনে পড়বে) রাজনীতিগতভাবে যতটা না হঠকারী ছিলেন তার থেকে ঢের বিপজ্জনক ছিলেন দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার প্রশ্নে। এই প্রসঙ্গে স্বস্তির কথা, আন্না হাজারের একদা প্রধান শিষ্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এইসব হঠকারিতা টের পেয়ে তাঁর সহযোগীরা— কিরণ বেদী, সাজিয়া ইলমি প্রমুখ সম্প্রতি বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। এমনকী, আপ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত আইনজীবী শান্তিভূষণ পর্যন্ত কিরণ বেদী-র প্রশংসা করেছেন। সব মিলিয়ে কেজরিওয়ালের স্বরূপটা আজ দিল্লীবাসীর সামনে উন্মোচিত। ■

(তথ্যসূত্র : Uday India, Delhi)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

দিল্লী দখলে কিরণ বেদীই সেরা বাজি

বিজিত ভট্টাচার্য

চলতি কথায় যেমন সবাই বলে থাকেন বিহার হিন্দিভাষীদের, বাঙলা বঙ্গভাষীদের, ওড়িশা ওড়িয়াভাষীদের— এমনই চিহ্নিতকরণ বা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিয়েই নেহরু জমানায় গড়ে তোলা হয়েছিল বিশাল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচা। কিন্তু দেশের অঙ্গরাজ্যগুলির নির্বাচনের সময় প্রধানত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গরিষ্ঠাংশ বসবাসকারীর আবেগকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অর্থে কিছুটা পাঞ্জাবীদের আধিক্য ছাড়া দিল্লী কিন্তু বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত নয়। ভারতের রাজধানী হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অতীতের সুলতান ও ইংরেজ শাসিত এই আধা রাজ্যটির রয়েছে। দেশের নানান অঞ্চলের বিচিত্র আচার অভ্যাসের মানুষের সমাহার নিয়েই গড়ে উঠেছে দিল্লী। এই আপাত বৈষম্যের মধ্যেও নির্মিত হয়েছে এক আশ্চর্য ঐক্য। অনেকেই দিল্লীওয়ালা বলে পরিচিতজনকে সম্বোধন করেন। তা কেবল বোম্বাই-এ বসবাসকারী 'বোম্বাই কা বাবু' বা 'কলকাত্তাইয়া' বোঝাতে নয়। দিল্লী রাজধানী শহর হওয়ায় দিল্লীবাসীদের মধ্যে একটি অন্য ধরনের মিশ্র ভারতীয় চরিত্র আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার ভোট উত্তর ভারতের সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও জাতপাত ও ধর্ম নির্ভর হয় না। এখানকার নাগরিকরা রাজনীতির কারবারিদের এই সরল সমীকরণে ভোট আদায়ের কৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পটভূমিতে কেউই কেজরিওয়াল বা কিরণ বেদীর জাতি ধর্ম নিয়ে উৎসাহী নয়। বিপুল হৈ হট্টগোল আর উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে নিন্দাবাদ করে ধুমকেতুর মতো কেজরিওয়াল দিল্লীবাসীর আস্থা অর্জন করেছিলেন। এ অনেকটাই নেতিবাচক রাজনীতির সুফল বা কুফল যাই বলা যাক না কেন। আই আই টি থেকে পাশ করা বা রেভিনিউ সার্ভিস-এর শাঁসালো চাকরি ছেড়ে আসার কথা তাঁর ভাবমূর্তি

নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। এই পর্বে তিনি মেগসেসাই পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু আরও অনেক তেমন স্বচ্ছ নয় এমন কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন যার আলোচনা এখানে নয়। তবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী কিন্তু কোনো অংশে কম নন।

তিনি সমাজের কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাবসর নেওয়া একজন খ্যাতিমান পুলিশ আধিকারিকই শুধু ছিলেন না, ছিলেন চণ্ডীগড়ের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর ও নারকোটিক ব্যুরোর পূর্বতন প্রধানও। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা দেশের প্রথম মহিলা আই পি এস হওয়ার সুবাদে দেশের প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে তিনি অনেক সময়ই জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁকে বদলি হতে হয়েছিল চরম উগ্রপন্থী কার্যকালাপ বিধ্বস্ত মিজোরামে। কিন্তু কখনও দায়িত্ব ছেড়ে পালাননি। দিল্লী মহলে অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করে কিরণ না বলে 'ক্রেন বেদী' বলতো। কেননা সরকারি দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার হিম্মত দেখিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তখন আমেরিকায় ছিলেন। গাড়িটি অবৈধভাবে পার্ক করা ছিল। তিহার জেলের অধিকর্তা (১৯৯৩-৯৫) থাকাকালীন তিনি বন্দীদের সংশোধন করার তত্ত্বটি প্রথম বাস্তবে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। তারপর থেকেই সম্ভবত জেলখানাগুলিকে সংশোধনাগার অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৯ সালে তিনি বিখ্যাত Pride of India ও ২০০৫ সালে সামাজিক ন্যায় প্রসারের জন্য মাদার টেরেসা মেমোরিয়াল জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৮৭ সালে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার অনেক আগেই তিনি সহকর্মী ১৫ জন অফিসারকে নিয়ে নভজ্যোত ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন মূলত নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করে। গ্রামীণ উন্নয়ন, জেল সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড চালু রেখেছে। এরই মধ্যে অন্যান্য নানান সম্মানীয় পুরস্কারের সঙ্গে ১৯৯৪

জনমত সমীক্ষায় এক নম্বরে বিজেপি

সম্প্রতি দেশের কয়েকটি সমীক্ষায় বলেছে দিল্লীর ৭০টি আসনের মধ্যে বিজেপির ৩৭ থেকে ৪৭টি আসনে জিতবে। ইণ্ডিয়া টুডে-র মতে বিজেপি ৩৮ থেকে ৪০টি, ইকনমিক টাইমস্-এর মতে ৪২ থেকে ৪৭টি, নিউজ এক্স-এর মতে ৩৭টি আসন পবে বিজেপি। এইসব সমীক্ষায় কংগ্রেস সর্বোচ্চ ৫টি আসন পাবে বলে জানানো হয়েছে। জনমতের বিচারে আম আদমি পার্টি দুই নম্বরে এবং কংগ্রেস তিন নম্বরে আছে।

সালে শ্রেষ্ঠ সরকারি কাজের জন্য তিনি ম্যাগসেসাই পুরস্কারও জিতে নেন। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রুখতে তাঁর সংগঠনকে ‘Serge Soitiroff Memorial Award’ দিয়ে সম্মান জানিয়েছে ইউনাইটেড নেশন। অমৃতসরের সরকারি কলেজ থেকে ১৯৬৮-তে স্নাতক হওয়ার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর হন। এখানেই শেষ নয়, দায়িত্বপূর্ণ পুলিশ সার্ভিসে যোগদানের পরও পড়াশুনো চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রিও লাভ করেন। কেবল কেজরিওয়ালেরই আই আই টি-এর ছাপ্পা আছে এমনটা নয়, সেদিকেও কিরণ বেদী আইআইটি দিল্লী ইনস্টিটিউট অফ সোসাইটি সায়েন্স থেকে পিএইচডি করে বসে আছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—মাদকের নেশা ও বধূ নির্যাতন বা domestic violence। তাঁর জীবন-জীবিকা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে অবাক হওয়ার মতো তত্ত্ব উঠে আসে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, তিনি একজন কৃতী টেনিস খেলোয়াড়ও বটে।

দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনের ফল—২০১৩

	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট
বিজেপি	৩১	৩১.১ (%)
আপ	২৮	২৯.৫ (%)
কংগ্রেস	৮	২৪.৫ (%)

১৯৭২ সালে তিনি এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলেন। এই টেনিস খেলার সূত্রেই পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির টেনিস খেলোয়াড় ব্রিজ বেদীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও বিবাহ। তাঁদের চার সন্তান রয়েছে। তুলনায় এমন বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করেও কী কর্মক্ষেত্রে, কী সমাজসেবায়, কী খেলাধুলায়, কী বিদ্যাচর্চায় তিনি যে কীর্তি রেখেছেন ও চারিত্রিক ঋজুতা বজায় রেখে কাজ করে চলেছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আক্ষরিক অর্থেই প্রতিভাধর এই নারী আজ রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছেন। অভ্রান্তভাবেই বাছাই করেছেন ভারতের কান্ডারি প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁর দল বিজেপি-কে। নেমে পড়েছেন দিল্লীর কৃষ্ণনগর থেকে এএপি-র সঙ্গে টক্কর দিতে। তাঁর ভাবনা-চিন্তার কিছু কিছু নমুনাও তিনি রাখতে শুরু করেছেন। ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন কুৎসা, ব্যক্তি আক্রমণ ও sensationalisation-এ পারদর্শী কেজরিওয়ালের বিতর্কের আহ্বান। বলেছেন, এখন তামাশার সময় নয়— বিতর্ক করে কে জিতল কে হারল এসব মানুষ আর দেখতে চায় না। তারা কাজ চায়। বিতর্ক হলে তা বিধানসভায় হবে। জন্মসূত্রেই অলীক বা বাস্তবে ঘটানো সম্ভব নয় এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেজরিওয়াল হয়তো সাময়িকভাবে জনতাকে আকৃষ্ট করছেন। কিন্তু তাঁরা এই পলায়নপর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দেওয়ার আগে দু’বার ভাববেন। মনেও রাখবে ইনি Tata Stecl বা ভারতীয় রাজস্ব নিগম কোথাও বেশিদিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেননি। কিরণ বেদীর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সাফল্যময় ৪০ বছরের প্রশাসক জীবন।

ইতিমধ্যেই যা ক্যামেরা বন্দি করেছেন এক অস্ট্রেলিয়ান পরিচালক— ‘ইয়েস ম্যাডাম, স্যার’। ■

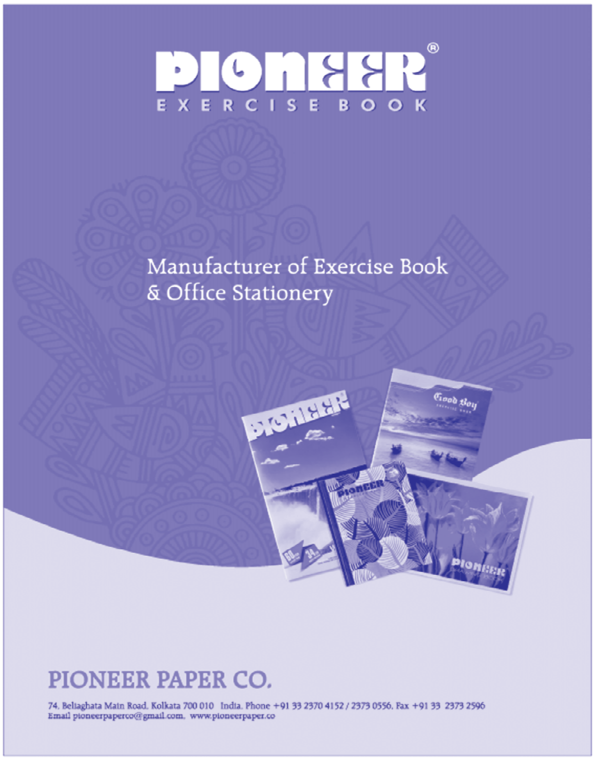

নেত্রদান মহাদান

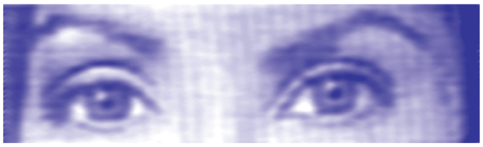

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions,
unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

বিশ্ব জুড়ে জঙ্গিহানা

বিশ্বে আজ অশান্তির বড় কারণ ইসলামিক জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ। Pan Islamic চক্রের 'জেহাদি'রা বিশ্ব জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এবার ইসলামিক জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা শার্লি এবদো-র দপ্তরে ঢুকে সশস্ত্র জঙ্গিরা গুলি চালিয়ে হত্যা করে ১২ জনকে। এরা মূলত আলকায়েদার জঙ্গি। শার্লির অপরাধ, তারা এক জঙ্গির কার্টুন ছেপেছে। ওই একই কারণে জঙ্গি হানার শিকার হয়েছে জার্মানিও। শতশত ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন রয়েছে, যাদের লক্ষ্য বিশ্বে ইসলামিক বা শরিয়তি আইন ও শাসন ব্যবস্থাই শেষ কথা। মুসলমান রাষ্ট্র হলেও হবে না। যেসব মুসলমান রাষ্ট্রে শরিয়তি আইন-শাসন চালু নেই সেসব রাষ্ট্র ইসলামিকই নয়। তাদের চোখে ওই সব রাষ্ট্র 'কাফের'দের রাষ্ট্র। তাই ওই সব মুসলমান রাষ্ট্রে তারা সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' জারি রাখবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ইসলাম-বিরোধী। আল্লাহর গোলামিই তাদের একমাত্র কাম্য। তাই শরিয়তি আইন ও শাসন যেসব তথাকথিত মুসলমান রাষ্ট্রে চালু নেই সেই সব রাষ্ট্রেও জঙ্গি হানা চলবে। আর তাইতো অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রে ইসলামিক সন্ত্রাস অব্যাহত। যেমন--- পাকিস্তান, আফগানিস্তানে তালিবান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক। লেবাননে আইসিস (ISIS), নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম উল্লেখযোগ্য। তবে প্রায় সব সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গি সংগঠনের মাথা আলকায়েদা। ইরাক ও সিরিয়ায় আইসিস জঙ্গি নারী-পুরুষ-শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করছে। তার ও মুসলমান। তবে বহু নারী ও নাবালিকা মেয়েকে হত্যার পূর্বে তারা ধর্ষণ করে, কখনও গণধর্ষণ। আর এটা নাকি ইসলাম-বিরোধী নয়। তাদের যুক্তি, ইসলামে অবিবাহিত কোনো নারী-পুরুষের মৃত্যু হলে তাদের ঠাঁই হয় দোজখে (নরকে)। তাই মুসলমানদের অবিবাহিত থাকা নিষিদ্ধ। নাবালিকাদের বেহেস্তে (স্বর্গে) পাঠাতে তাদের কুমারীত্ব নষ্ট করা হয় ধর্ষণের মাধ্যমে। তাই অনন্ত জীবন, যৌবন, সুখ, শান্তি, বেহেস্ত লাভ করতে হলে হতে হবে 'জেহাদি'। আর 'জেহাদি' হতে হলে নিতে হবে 'জেহাদি', অর্থাৎ অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ। 'জেহাদি'দের মৃত্যু হলে 'শহীদ' রূপে প্রাপ্তি ঘটবে বেহেস্ত। তবে প্রচারের দ্বারা মগজধোলাই হয়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত

চিঠিপত্র

মুসলমান ছেলেমেয়েও জঙ্গি সংগঠনে নাম লেখাচ্ছে। বেহেস্ত প্রাপ্তির লোভে দিনের পর দিন জেহাদিদের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এর শেষ কোথায়, অজানা!

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

অস্তিত্ব সংকটের মুখে এক শৃঙ্গ গণ্ডার

সম্প্রতি চোরা শিকারির তাণ্ডবে ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছে অসমের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের এক অন্যতম নিদর্শন এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের অস্তিত্ব। অসমের নিরীহ তৃণভোজী প্রাণীটির সংরক্ষণে তৎপর হয়েছে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। উভয় সরকারের এই কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে সেটা লক্ষণীয় বিষয় হলেও এই নিরীহ প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে রাজ্যের রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রীর তরজা এক রোমাঞ্চকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের পর গতমাসেই রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হয়েছেন পদ্মনাভ বালকৃষ্ণ আচার্য। নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে পারস্পরিক প্রথায় স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। শপথ গ্রহণের পরের দিনই কামাখ্যায় দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। সেই কথা অনুযায়ী সম্প্রতি রাজ্যের অন্যতম গণ্ডার হত্যা নিয়ে রাজ্যের বনদপ্তরের মন্ত্রী রকিবুল ইসলামকে একটি পত্রকের মাধ্যমে রাজ্যের গণ্ডার হত্যা প্রতিরোধে শীঘ্রই চোরা শিকারিদের গ্রেপ্তার করে তাদের কঠোর শাস্তি সহ রাজ্যের বনকর্মীদের বদলি ও স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। এই খবর মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মন্ত্রীর হয়ে সাফাই গাইতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্যপাল নিজে কখনই এমন কথা বলবেন না। এটা তাঁর কাজ নয়। কারণ সংবিধানের পদাধিকারী হিসেবে তিনি সংবিধান জানেন। তিনি শুধু গণ্ডার হত্যা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলতে পারেন মাত্র। কিন্তু বনকর্মীদের বদলির নির্দেশ দিতে পারেন না। এমনকী এই খবর কীভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে পৌঁছালো তাও জানেন না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশ্যে আসায় বনমন্ত্রীর বিরাগভাজনে পরিণত হয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলি। কারণ বনকর্মীদের বদলির খবর প্রকাশ্যে আসায় নাকি অস্বস্তিতে ভুগছিলেন বনকর্মীরা। এতে কাজে নাকি মনোনিবেশ করতে পারছেন না বনকর্মীরা। তাই সংবাদমাধ্যমগুলিকে অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ না করে ইতিবাচক খবর প্রকাশ করতে বলেছেন বনমন্ত্রী। এখন কথা হলো, সংবিধান অনুসারে (১৫৪ নং অনুচ্ছেদ) রাজ্যপাল সংবিধানের আওতায় থেকে রাজ্যের কার্যনির্বাহী শক্তি পরিচালিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে গণ্ডার হত্যা প্রতিরোধে রাজ্যপালের নির্দেশ মানতে বনদপ্তরের ক্ষতি কি? রাজ্যর কল্যাণ ও উন্নতি সাধনই মন্ত্রী ও বিধায়কদের প্রধান লক্ষ্য। অতএব পরস্পর বাক-বিতণ্ডায় না জড়িয়ে এই নিরীহ প্রাণীটির অস্তিত্ব রক্ষার কথা চিন্তাভাবনা করাই শ্রেয় নয় কি?

—চিন্ময়ী রায় দে,
গুয়াহাটি, অসম।

ধর্মান্তরকরণ ও বিজেপি

শ্যামল কুমার হাতি

এবার শীতকালীন অধিবেশনে বিরোধীরা সংসদে সাতটা বিল আটকাতে পেরেছে। যদিও দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এই সব বিলগুলি পাশ হওয়া খুবই জরুরি ছিল। ভারতের স্বাধীনতার পর যাবতীয় ক্ষমতার সুখ কংগ্রেস ভোগ করেছে। সরকারের সব সুবিধা বেছে বেছে দেশের কয়েকটা পরিবার ভোগ করেছে। দেশের মানুষ বিশেষ করে বনবাসী, গিরিবাসী পশুর থেকেও খারাপ অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছে। সামান্য খাদ্য বা সামান্য সুযোগ দিয়ে সেবার আড়ালে তাদের সনাতন ধর্মটাকে চুরি করে নিয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে হিন্দুরা শয়তান। পেটের জ্বালায় মানুষ ধর্ম পরিবর্তন করেছে। কিছুদিন সুযোগ মিললেও ধর্মপরিবর্তনের পর ওইসব চক্রান্তকারীরা সরে পড়েছে। ওখানে পৌঁছে আর এস এসের স্বয়ংসেবকেরা কুচক্রীদের চক্রান্ত ধরে ফেলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম তাদের গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে ওইসব মূক ভারতবাসীর সেবা করে চলেছে। কোনো সরকারি অনুদান ছাড়াই সঙ্ঘ ও তার সহমর্মী সংগঠনগুলি সেবা কাজ করে চলেছে। কোনো প্রচার তারা চায়নি। লোকচক্ষুর আড়ালেই ওইসব হতভাগ্যদের সেবা করে গেছে। ওদের জন্য স্কুল, হোস্টেল, খেলা ও শিক্ষার ব্যবস্থা, হাতের কাজ শিখিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। করেছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। পরে অনেকটা পরিশ্রম করে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বিশেষ করে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কার্যকতারা কলকাতার রাজপথে ভিক্ষা করে তাদের সাহায্য করেছে। কোনোদিন কেউ সাহস করে আঙুল তুলতে পারেনি। কল্যাণ আশ্রম সমাজের সকল মানুষকে তাদের কাজ দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছে। যাদের ধর্ম একসময় চুরি হয়েছিল আজ তারা ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসছে হিন্দু সমাজের মূল স্রোতে। এতে অন্যায় কোথায়? ভয়তো তাদের যারা হিন্দু, মুসলমান খৃস্টানদের আলাদা আলাদা করে দেখে। লাভ তো সেখানে। যত আলাদা থাকবে তত এক এক সমাজের কাছে গিয়ে এক এক রকমের কথা বলা যাবে। এককে অন্যের বিরুদ্ধে লাগানো যাবে। সঙ্ঘের কারণে তা বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তাই সব দোকানদাররা (ভোট ভিখারি) একজোট হয়ে গেল গেল রব তুলেছে। সঙ্ঘ মানুষের অনধিকারে বিশ্বাসী। সমাজের সকল সম্পদ কয়েকজন ভোগ করবে এ প্রথায় সঙ্ঘ বিশ্বাস করে না। কেবল হিন্দু শাস্ত্রেই বলা হয়েছে— "রাজা যদি তার প্রয়োজনের অধিক অর্থ ব্যবহার করে তা হলে সে তস্কর।" আজ মোদীজী বলতে পেরেছেন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। এই শিক্ষা তাঁকে আমাদের শাস্ত্র দিয়েছে।

আমরা জানি কোনো ভাল কাজ করতে গেলেই বিঘ্ন আসবে। বিপদ আসবে চারদিক থেকে। যদি মোদীজী চলতি রাজনীতির সওয়ার হতেন তা হলে তাঁর বা তাঁর দলের এত প্রতিবন্ধকতা অসতো না। এই তো ধর্মনিরপেক্ষ সমাজকর্মী তিস্তা শিতলবাদ তার এন জি ও-র টাকা আত্মসাৎ করে আজ কাঠগড়ায়। কই মমতা, মুলায়ম, লালু, সোনিয়া, প্রকাশ কারাতরা তা নিয়ে হইচই করেননি। এটা যদি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বনবাসী কল্যাণ আশ্রম বা আর এস এস হোত? তা হলে তো সব শিয়ালরা হুক্কা হুয়া রব তুলতো। তিস্তা আহমেদ শিতলবাদ গুলবর্গা সোসাইটি-কে মিউজিয়াম বানাবে বলে সারাদেশ ও বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলে। সেই টাকার এক পয়সাও দাঙ্গায় নিহতদের পরিবারের কল্যাণে খরচ করেনি। সেখান থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা নিজের ও পরিবারের জন্য খরচ করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ক্রেডিট কার্ড বিল তার ও তার স্বামী জাভেদ হাসমির মেটানো হয়েছে ওই টাকা থেকেই। কই তার জন্য তো কোনো সভা সমাবেশ, ধরনা, ঘেরাও, সংসদ অচল কিছুই হলো না? রহস্যটা কি ভাই? ভাগটাগের ব্যাপার নেই তো? এই তো ওদের আসল রূপ। ওদের কান্না তো কুমিরের কান্না। তাই যাদের ধর্ম চুরি করে বা ভয় দেখিয়ে ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল আজ যদি তারা ঘরে ফেরে তাতে দোষ কোথায়? এসব না করে ওরা নিজেরাই তো খোঁজ খবর নিতে পারে। কোনো জোর খাটানো হচ্ছে কিনা বা কোনো লোভ দেখানো হচ্ছে কিনা? এসব না করে পার্লামেন্টে হইচই করা অনেক সহজ তাই তো? একটু খোঁজ নিয়ে দেখা হোক না ইউ পি এ এক ও দুই এর সময়ে কত লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিল। দেশে তো ধর্ম পরিবর্তনের আইন আছে। তা হলে এতে দোষ কোথায়? যদি সত্যই সদিচ্ছা থাকে তাহলে আইন পরিবর্তন করুন না সবাই মিলে। আইন সভায় আইন মেনে আইনের কথাটা একটু ভাবলে ভালো হবে সেটা বেঝেন, না বোঝেন না?

বিজেপি-র এসব ব্যাপারে ঘাবড়ালে চলবে না। মানুষকে ধর্ম দিয়ে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা ভীষণ অন্যায়। এই তো গত ২২.১২.১৪ তারিখে বাংলার সবচেয়ে পুরনো বহুল প্রচারিত দৈনিকে হেডিং করেছে, "সংখ্যালঘুর ভিড় ধুলিয়ানের সভায়, উচ্ছ্বসিত বিজেপি"। মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু উল্লেখ করার কি দরকার? এতেই তো দোষ, মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখলে বোধ হয় ভাল হবে। এই কাজটাই বিজেপি-কে ঠিক ভাবে করতে হবে। এতে রক্ষণাত্মক হওয়ার দরকার নেই। কোনো ভালো কাজ বাধা ছাড়া হয় কি? ■

জনাইয়ের কল্পতরু মেলা

দেবাংশু ঘোড়ই

অর্ধসহস্রাব্দ অতিক্রান্ত জনাই গ্রাম। বর্ধমান কর্ড লাইনে জনাই রোড নিকটবর্তী স্টেশন। জনাই, বেগমপুর অঞ্চলের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া শুষ্ক সরস্বতী নদী যা একদিন প্রাণচঞ্চলা স্রোতস্বিনী বলেই পরিচিত ছিল, যার বুক চিরে চলে যেত চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা বাণিজ্য পোত, প্রাচীন বাংলার শত সহস্র বাণিজ্য জাহাজ পৌঁছাতো বাংলার বিখ্যাত বাণিজ্যিক বন্দর আদিসপ্তগ্রামে। গঙ্গাবুকে ডাকাতি এড়াতেই উত্তরপাড়া থেকে বাণিজ্য পোতগুলি ঢুকে পড়তো গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী এই শাখানদীতে। আর এরই ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে জনাইয়ের মতো প্রাচীন জনপদ।

প্রতি বছর ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত জনাই ট্রেনিং স্কুলের মাঠে চলে চণ্ডীতলার সবথেকে বড় গ্রামীণ মেলা। উদ্যোক্তা 'জনাই পঞ্চবটী যোগমায়া আশ্রম কমিটি'। মন্দির, আশ্রম এবং জনাই ট্রেনিং স্কুলের বড় বড় গাছের ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে এই পাঁচ দিনের মেলা লক্ষাধিক মানুষের পদস্পর্শে মহাতীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়, গ্রামীণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায়। গত চল্লিশ বছর ধরে এই মেলা চলছে সাড়ম্বরে।

'জনাই পঞ্চবটী যোগমায়া আশ্রম' ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশেষত মাতৃসমাজের প্রচুর উপস্থিতি থেকেই এই মেলার সৃষ্টি। প্রায় একশত বছর পূর্বে এই পঞ্চবটীতে মা তারার যে পূজা চালু হয় আজ তারই উত্তর দায়িত্ব বহন করে চলেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক প্রাক্তন জওয়ান— ১৯৭১ এর পাক-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বর্তমানে যার পরিচিতি সন্ত শ্রীমৎ লক্ষ্মণ বাবা এবং যোগমায়া আশ্রম কমিটি।

আমরা অনেক তথ্যই পেলাম আশ্রম সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রমুখ সরোজ চন্দ্র চন্দ্র এবং মেলা অধিকর্তা অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। জানলাম, কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ মানুষ প্রসাদ পেয়ে থাকেন। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এগিয়ে আসেন প্রসাদ গ্রহণে। দুই-আড়াইশো স্বেচ্ছাসেবকের দিবারাত্রি পরিশ্রমে পাঁচ দিনের মেলা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। ২৪ ঘণ্টা পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতির জন্য মেলা প্রাঙ্গণে বিন্দুমাত্র গোলোযোগের খবর নেই, নেই কোনো হুকিং-ট্যাপিং— দস্তুর মতো টাকা জমা দিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী লাইন নিয়ে জ্বলে উঠেছে অজস্র আলোর মেলা।

চণ্ডীতলা ব্লক ২-এর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জন্য মেলাকর্তৃপক্ষই এক বুকস্টলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম জনাই মেলায়। আমি, আহ্বায়ক রবি জয়সওয়াল ও আরো অনেকেই লক্ষ্য করেছি ৩৫০-এর উপর স্টল বিশিষ্ট এই মেলায় একেবারেই শহুরে লুচ্চামি নেই, নেই সামান্যতম বিবাদ, অথচ আছে এক প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস। মেলা প্রাঙ্গণে গড়ে উঠছে এক পরিবারের সঙ্গে অন্য গ্রামের পরিচিতিদের মধ্যে আত্মীয়তার নিগূঢ় বন্ধন, যেন ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে পুরনো আত্মীয়তাকে। দূর দূরান্তরের আত্মীয়রা এসেছে আত্মীয়ের বাড়িতে পুজো দিতে ও মেলা দেখতে। সেরকমই দেখা হলো আমার সতীর্থ রূপার সঙ্গে। তার মামাতো ভাই ও ভাইবৌ এসেছে সুদূর বীরভূম থেকে—পরিচয় হলো ডিফেন্সে চাকরি করা সেই ভাইটির সঙ্গে। সে সময় অনুভব করছিলাম— ভারতের ধর্মসংস্কৃতির মাহাত্ম্য। আমাদের মহাপুরুষরা যে ধর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন তার উদ্দেশ্য— একাত্ম ভারত গঠন। তার অনুভব জনাইয়ের প্রান্তরেও যা, গঙ্গাসাগর, এলাহাবাদ, নাসিকেও তা; কেবলই পরিধির তফাত।

আর এটাও ভালোভাবে অনুভব করলাম— হিংসামুক্ত ভারত বা পৃথিবী গঠনে স্বার্থদ্বন্দ্ব যুক্ত, মিথ্যা রেষারেষি ও বিদেশি ভাবে পুষ্ট শহুরে সভ্যতা নয়, গ্রামীণ সভ্যতাই একমাত্র হিংসা থেকে মুক্তির পথ। ইন্ডিয়ার নয়, বিকাশ হোক ভারতের, গ্রামীণ ভারতের।

মেলায় সরোজবাবুদের থেকে জেনেছি, এই পূজা ও নরনারায়ণ সেবার লবণ বাদে সবই ভিক্ষালব্ধ। আর মেলা থেকে উপার্জিত অর্থের ৮০ শতাংশই ব্যয় হয় জনকল্যাণকর কাজে। তাঁরা আবেদন জানালেন, যে কোনো মারণব্যাধি সংক্রান্ত ক্যাম্প যদি তাদের এলাকায় কোনো সংস্থা করতে চায় তার সকল খরচই মেলা কর্তৃপক্ষ বহন করতে রাজি।

এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আগামী কর্মসূচি সম্বন্ধে জানালেন যে, ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভগবান শিবের একটি মন্দির তৈরি করতে চলেছেন, যার ১১ লক্ষ টাকা এখনই সংগৃহীত হয়েছে, আগামী কিছু সময়ের মধ্যে বাকি টাকারও বন্দোবস্ত হবে।

প্রকৃতপক্ষে জনাইয়ের কল্পতরু মেলা এলাকার মানুষকে এক আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। সবাই অপেক্ষা করে থাকেন। আগামী মেলার জন্য। ■

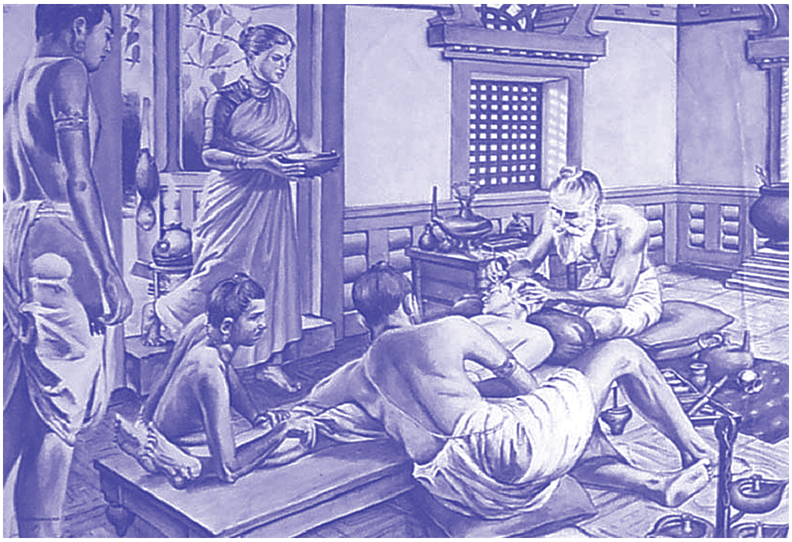

পৃথিবীকে ভারতের দান প্লাস্টিক সার্জারি

অজয় বিদ্যুৎ

প্লাস্টিক সার্জারি আজ সার্জারি জগতে আধুনিকতম বিদ্যা। এর আবিষ্কর্তা ভারত। সারা বিশ্ব জানে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্রবলে ভারত বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সার্জারি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারিও ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্লাস্টিক সার্জারিতে শরীরের কোনো স্থানের চামড়া কেটে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনভাবে লাগানো হয় যে বোঝাই যাবে না অন্য স্থানের চামড়া তুলে এনে লাগানো হয়েছে। এই বিদ্যা ভারতই প্রথম পৃথিবীকে দিয়েছে।

১৭৮০ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের এক বড় এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন হায়দর আলি। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪-এর মধ্যে ইংরেজরা বেশ কয়েকবার হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করে। সে সময়কার নানান ঘটনার কথা ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল কুটের ডায়েরি থেকে জানা যায়। কর্নেল কুট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন— যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি। হায়দরের সৈনিকরা আমাকে বন্দী করে হায়দরের কাছে নিয়ে যায় এবং তিনি আমার নাক কেটে ফেলেন। কাটা নাক আমার হাতে দিয়ে একটি ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে বলেন 'ভাগ যাও'। আমি কাটা নাক হাতে নিয়ে বেলগাঁও পালিয়ে আসি। বেলগাঁওয়ের এক বৈদ্য আমাকে দেখে আমার নাক কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আমি মিথ্যাকথা বলি যে কেউ পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। বৈদ্য খুব ভালোভাবে দেখে বলে— 'আমাকে বোকা ভেবেছ? এটা পাথরের আঘাতে কাটা নয়, তরোয়াল দিয়ে কাটা, আমি চিকিৎসক তাই বুঝতে পারি।' আমি তখন সত্য কথা বলি যে, আমার নাক কেটে গিয়েছে।

চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করেন— কে কেটেছে?

আমি বলি— তোমাদের রাজা কেটেছে।

পরম্পরা

বৈদ্যের আবার জিজ্ঞাসা— কেন কেটেছে? আমি উত্তর দিই— তাঁকে মারতে গিয়েছিলাম। সেজন্য তিনি আমার নাক কেটে ফেলেন।

বৈদ্য জিজ্ঞাসা করেন— কাটা নাক নিয়ে তুমি কি করবে? ইংল্যান্ড যাবে?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি— কাটা নাক নিয়ে ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছা নেই, কিন্তু কি করবো, যেতেই হবে।

আমার সমস্ত কথা শুনে বৈদ্য দয়াপরবশ হয়ে বলেন— আমি তোমার নাক জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি।

কর্নেল কুটের ডায়েরির ৩০টি পাতায় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে। নাক জোড়া লাগানোর কথা কর্নেল প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেননি। বৈদ্য তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে এসে বেশ কয়েকদিন রেখে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁর নাক জোড়া লাগিয়ে দেন। তাঁকে মলম জাতীয় কিছু দিয়ে বলেন কয়েকদিন সকাল সন্ধ্যায় এটা লাগাতে হবে। মাত্র ১৫/১৬ দিনেই কর্নেল কুট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জাহাজে করে লন্ডন ফিরে আসেন।

তিন মাস পর বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের বিদ্যার কথা জানিয়ে ভাষণ দেন। পার্লামেন্টের সদস্য ও গণ্যমান্য অতিথিরা তাঁর নাক দেখে বুঝতেই পারেননি যে তাঁর কাটা নাক জোড়া দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য ভারতে এসে সেই বৈদ্যের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতির সত্যতা যাচাই করে তার পুরো বিবরণ সংসদে পেশ করেন। তারপর লন্ডনের এক ডাক্তারের দল বেলগাঁও আসে এবং সেই বৈদ্যের সঙ্গে দেখা করে। বৈদ্য তাদের বলেন যে

তিনিই শুধু নয়, ভারতের প্রতি গ্রামে একজন করে এরকম চিকিৎসক আছে। একথা শুনে ওই ইংরেজ ডাক্তারের দল আশ্চর্য হয়ে যায়। বৈদ্যকে তারা জিজ্ঞাসা করে এই বিদ্যা তাঁকে কে শিখিয়েছে?

জবাবে বৈদ্য বলেন— আমাদের দেশের গুরুকুলে এই বিদ্যা শেখানো হয়। জানা যায়, ইংরেজ ডাক্তারদল বেলগাঁওয়ের সেই গুরুকুলে ভর্তি হয়ে প্লাস্টিক সার্জারি বিদ্যা (ত্বক প্রতিস্থাপন বিদ্যা) শিখে দেশে ফিরে যায়।

এভাবে ভারতের ত্বক প্রতিস্থাপন বিদ্যা ইংল্যান্ডে প্লাস্টিক সার্জারি নামে প্রচলিত হয়। বেলগাঁও-য়ে ত্বক প্রতিস্থাপন বিদ্যা শেখা একজন ডাক্তার নিজের ডায়রিতে লিখেছেন— আমি ভারতে প্রথম যে গুরুর কাছে প্লাস্টিক সার্জারি শিখেছি তিনি ভারতের বিশেষ জাতির লোক অর্থাৎ নাপিত ছিলেন। এ থেকেই আমাদের দেশের আর একটি পরম্পরার বিষয়ে জানা যায়। কোনো ব্যক্তি জাতিতে যাই হোক না কেন তাঁর জ্ঞান, তাঁর পারদর্শিতাকে সব সময় সম্মান জানানো হোত। নাপিত অথবা মুচি হলেও তাঁদের গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণে কোনোরকম বাধা ছিল না। ভারতবর্ষে শিক্ষাগ্রহণে জাতপাত বিচার করা হোত না। বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ চলতো।

বেলগাঁও-এ আসা আর এক ইংরেজ ডাক্তার লিখেছেন— তিনি যে গুরুর কাছে সার্জারি শিখেছেন তিনিও নাপিত ছিলেন। শিক্ষাগ্রহণের শেষের দিকে তাঁকে দিয়ে একটা অপারেশন করিয়েছিলেন। সেই অপারেশনেরও বর্ণনা তাঁর ডায়েরিতে তিনি লিখে গেছেন। ১৭৯২ খৃস্টাব্দে যুদ্ধে এক মারাঠা সৈনিকের দু'টো হাত কাটা যায়। তাকে তাঁর গুরুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। গুরু সেই অপারেশন তাঁকে দিয়ে করিয়েছিলেন। অপারেশন অত্যন্ত সফল হয়েছিল। সেই ইংরেজ শিক্ষানবিশের নাম ছিল টমস্ ক্রুসো। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন— ‘‘আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জ্ঞান লাভ করেছি ভারতবর্ষের গ্রামের এক গুরুর কাছে। তিনি এরজন্য কোনো পারিশ্রমিক নেননি। ভারতবর্ষে বিদ্যা বিক্রি করা হয় না জেনে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই।’’

পরবর্তীকালে টমস্ ক্রুসো ইংল্যান্ডের এক বড় প্লাস্টিক সার্জারির ডাক্তার হয়েছিলেন। তিনি প্লাস্টিক সার্জারির স্কুলও খুলে ইংরেজ জাতিকে এই বিদ্যা শিখিয়ে ছিলেন। আজ তা বিশ্বময় হয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতে যে বিদ্যার উৎপত্তি স্থল, যে গুরুর থেকে এই বিদ্যা শিখে পৃথিবীময় হয়েছে ডাঃ টমস্ ক্রুসোর ডায়েরি বা বিশ্বকোষে বেলগাঁও-এর সেই বৈদ্যের নাম ও বর্ণনা আজও নেই।

(হিন্দী সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্যের সৌজন্যে)

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

প্রতি কপি ১০ টাকা,
বাষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

নবাঙ্কুর

চিরদিনের গল্প

প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তমসা নদীর ধারে বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল। দুধারে গভীর বন; তাহার মাঝখান দিয়া সুন্দর ছোট নদীটি কুলকুল করিয়া বহিতেছে। তাহার জল এতই পরিষ্কার যে তলার বালি অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটুও কাদা নাই, একগাছিও শ্যাওলা নাই। কাচের মতো টলমল করিতেছে। বাল্মীকি নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলেন, আর সেই নির্মল জল দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই সুখ হইল। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, ‘‘দেখ ভরদ্বাজ, নদীর জল কি নির্মল, যেমন সাধু

লোকের মন। আমার বল্কল দাও, আমি এইখানে স্নান করিব।’’

সেইখানে দুটি বক নদীর ধারে খেলা করিতেছিল। এমন সুন্দর দুটি পাখি এবং তাহাদের এমন মিষ্ট ডাক, আর তাহারা মনের আনন্দে এমনি চমৎকার খেলা করিতেছিল যে দেখিয়া মুনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। পাখি দুটির উপরে মুনির কেমন স্নেহ জন্মিয়া গেল, তিনি স্নানের কথা ভুলিয়া কেবলই তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে এক দুষ্ট ব্যাধ আসিয়া পাখি দুটির পানে তীর ছুঁড়িয়া মারিল। এমন সুখে পাখি দুটি খেলা করিতেছিল, তাহাদের কোনো দোষ ছিল না, কোনো বিপদের কথা তাহারা জানিত না। এমন নিরীহ জীবকে বধ করে এমন নিষ্ঠুরও লোক হয়? তীর খাইয়া পুরুষ পাখিটি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, মেয়েটি শোকে আর ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইল। মুনি আর এ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ব্যাধকে বলিলেন, ‘‘ওরে ব্যাধ, এমন সুখে পাখিটি খেলা করিতেছিল, তাহাকে তুই বধ করিলি? তোর কখনই ভালো হইবে না!’’

দয়ালু মুনির মনের দুঃখ তাঁহার চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল।

সেই কথায় আপনা হইতেই ছন্দ আসিয়া আপনা হইতেই তাহা কবিতা হইয়া গেল। সেই কবিতাই সকলের প্রথম কবিতা, তাহার পূর্বে কেহ কবিতা রচনা করে নাই।

মুনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ‘‘এ কি চমৎকার কথা আমি বলিলাম! আমি কিছুই জানি না, তবু ইহাতে বীণার ছন্দের মতন কেমন সুন্দর ছন্দ হইল! ইহার চারিভাগে সমান সমান অক্ষর হইল! আমি বলি ইহার নাম ‘শ্লোক’ হউক, কেননা আমার শোকের সময় ইহা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।’’

ভরদ্বাজও বলিলেন, ‘‘গুরুদেব! কি সুন্দর কথা, এমন কথা তো আর কেহ কখনো বলে নাই। ইহার নাম শ্লোকই হউক।’’

তারপর মুনি স্নান শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সেই পাখির আর সেই সুন্দর ছন্দের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাখি দুইটির দুঃখে কাতর হইয়া মুনি আর ব্রহ্মাকে অন্য কথা বলিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে সেই দুষ্ট ব্যাধের কথা বলিয়া সেই কবিতাটি গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, ‘‘বাল্মীকি, তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক। এইরূপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে বড় সুন্দর কাহিনী, তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত আর নদী সকল থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার ‘রামায়ণে’র আদর করিবে, আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকিবে, তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন আমার লোকে থাকিতে পাইবে।’’

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার কথাগুলি মনে করিয়া বাল্মীকি বলিলেন, ‘‘এইরূপ মিষ্ট শ্লোক দিয়া আমি রামায়ণ রচনা করিব।’’

তারপর সেই ধার্মিক মুনি কুশাসনে বসিয়া জোড়হাতে ভগবানকে স্মরণপূর্বক রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামায়ণ শেষ হইল। তখন মুনি ভাবিলেন, ‘বাক্য তো শেষ হইল, এখন ইহা গাহিবে কে? ঠিক সেই সময়ে ‘কুশী’ ‘লব’ দুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দুটি ভাই রামেরই পুত্র, মুনির বেশে সেই আশ্রমে থাকিয়া লেখাপড়া শিখেন। দেবতার মতন সুন্দর; গন্ধর্বের মতন মিষ্ট গান গাহেন। মুনি বলিলেন, ‘‘এই আমার রামায়ণের উপযুক্ত গায়ক।’’

সেই দুটি ভাইকে পরম যত্নের সহিত পরম যত্নের সহিত মুনি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। তারপর একদিন মুনিদিগকে সভায় ডাকিয়া সেই রামায়ণের গান তাঁহাদিগকে শোনানো হইল। মুনিরা সকলে মোহিত হইয়া সে গান শুনিলেন, তাঁহাদের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল, আর মুখ দিয়া ক্রমাগত কেবল ‘‘আহা!’’ ‘‘আহা!’’ এই শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একজন মুনি তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল সকলই কুশী-লবকে দিয়া দিলেন। অন্যেরা কেহ বল্কল, কেহ হরিণের ছাল, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কুড়াল, কেহ কৌপীন দিলেন। একজন মুনি কাঠ আনিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কাঠ বাঁধিবার দড়িগাছি ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না, তিনি সেই দড়িগাছিই কুশীলবকে দিয়া বারবার আশীর্বাদ করিলেন।

সন্দেশ : বৈশাখ ১৩২০
ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

চলার পথে

প্রকৃতি আর বইকে ভালোবাসা

টুম্পা মৌমিতা বিল্টু বাংলা একটু বলতে পারলেও পড়তে পারে না। দাদু ওদের বলে 'ইংলিশ-স্পিকিং বেঙ্গলি'। কখনও ইংরেজি কথা বলে না। দিদা নাতি নাতনিদের বাংলা শেখায় সাহায্য করে। দাদুর কাছে অবাঙালি কেউ এলে পারতপক্ষে হিন্দি বলে না। সে লোকটা হিন্দিতে বললে বাংলাতেই উত্তর দেয়। কোনো বাঙালি ইংরেজিতে চিঠি লিখলে বাংলাতে লেখে, 'আমাকে কিছু লিখতে হলে বাংলাতেই লিখবে।' দাদু অনেক বছর কলেজে পড়িয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য। বাড়িতে প্রচুর ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত বই। আরও কত বই। দাদুর মতো দিদারও পড়ার অভ্যেস আছে। দিদা খুশি হয় বই উপহার পেলে। নাতিনাতনিদের বই উপহার দেয়।

বইমেলার সময় আগে বলে রাখত দাদু, 'একদিন যাবো। আমার সঙ্গে গেলে আজেবাজে খাবার খাওয়া যাবে না। বই দেখবে ইচ্ছে মতো। একটু বেছে কিনবে পছন্দের বই।' দাদু সকলের জন্যে টাকা বরাদ্দ করত। নিজে কিনত বেছে বেছে বাংলা ইংরেজি বই। অনেক বিষয়ে দাদুর আগ্রহ। মেলা থেকে বই উপহার দিত ছেলেমেয়ে আর নাতিনাতনিদের। দিদাকেও দিত বই। চটপট পড়ার অভ্যেস দিদার। মনেও রাখতে পারে। দিদা কিছু গরিব ছেলেমেয়েকে বই দেয়। দাদু বরাবর কিনে দিয়েছে খুশি মনে। বইয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ থাকায় বাড়ি সকলে বইকে ভালোবেসেছে।

টুম্পা মৌমিতা বিল্টু রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছে দিদার কাছে। গান গাওয়ার সময় দিদার কোনো বইয়ের দরকার হয় না। তবু সামনে 'গীতবিতান' থাকে। দাদু 'স্বরবিতান'-এর সবকটি খণ্ড কিনে দিয়েছে দিদাকে। দিদা তা ব্যবহার করেছে। দাদুর সংগ্রহে প্রচুর গানের ডিস্ক আছে। গান শোনার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছে। নিয়মিত গান শোনে। সময় কীভাবে কাটাতে হয় তা জানে। দাদুর ছেলেমেয়েরা খাবার টেবিলে বসে ইংরেজি শিখেছে তাদের বাবার কাছে। তারা যত বড়ই হোক বাবা মাকে কখনও ইংরেজিতে চিঠি লেখেনি। দাদু বলত, 'সবাই এখন দূরে। আমাদের কাছে থাকলে বাংলা লিখতে পড়তে বলতে পারত ভালো করে। যাই-ই শিখুক বইকে যেন ভালোবাসতে পারে বরাবর।'

দাদু বলেছে 'প্রকৃতি আর বইকে ভালোবাসবে সবসময়।' টুম্পা মৌমিতা বিল্টুরা কথাগুলো মনে রাখে। দাদু নেই, সব স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।' কথাটি কে বলেছিলেন?

২. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর বাবার নাম কি?

৩. বিখ্যাত বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু? তাঁর স্ত্রীর নাম?

৪. রামকিঙ্কর বেইজ কেন বিখ্যাত? কোথায় থেকে তাঁর কাজ?

৫. 'দুর্গেশনন্দিনী'র লেখক কে?

উত্তর : ১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. জগদীশচন্দ্র বসু। অবলা বসু। ৪. ভাস্কর্য সৃজনের জন্যে। শান্তিনিকেতন। ৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ফিরে পড়া

বাংলার মাটি বাংলার জল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।।

অঙ্গনা

কন্যাসন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম

চম্পা মণ্ডল

পরিবার গড়ার কাজে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকাই প্রধান। শুধু পরিবারেই নয়, একজন প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজে একজন মায়ের ভূমিকা যে কতটা তা আমরা সবাই জানি। একজন মা-ই পারেন তাঁর সন্তানকে সঠিক পথে, ভালো-মন্দ বোধ শিখিয়ে সুসন্তান করে গড়ে তুলতে। আর একজন নারীই পারে সত্যিকারের মা হতে।

তবুও আমাদের সমাজে কোনো মা যখন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তখন কিছু কিছু পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। তারা মেনে নিতে পারে না কন্যাসন্তানকে। এমন কিছু বাবা আছেন যাঁরা কন্যা সন্তান জন্মানোর পর সেই সন্তানের মুখ পর্যন্ত দেখেন না। তাকে হেয়, অবজ্ঞার চোখে দেখেন। শুধু তাই নয়, কন্যা সন্তানের জন্য তার মাকে অনেক কষ্ট ও অপমান সহ্য করতে হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো মা কন্যা সন্তানের জন্য পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন না। আবার অনেক সময় কন্যাসন্তানকে নিয়ে পরিবারের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোনো মা সক্ষম হন নিজের পরিবারকে কন্যা সন্তানের গুরুত্ব বোঝাতে।

কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞার চোখে দেখা, এটা শুধু গ্রামে নয়, শহরের শিক্ষিত পরিবারেও দেখা যায়। তবে শিক্ষিত পরিবারের চিত্রটা একটু আলাদা। একজন মা যখন গর্ভবতী হন ঠিক তখনই ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ভ্রূণ নিরূপণ করা হয়। ভ্রূণাবস্থায় কন্যাভ্রূণ প্রতিপন্ন হলে অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট করা হয়। যদিও ভ্রূণ নির্ধারণ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তা সত্ত্বেও কন্যাভ্রূণ হত্যা বেড়ে চলেছে। যার ফলে বেশিরভাগ রাজ্যেই পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা কম। একজন মায়ের বারবার কন্যাভ্রূণ নষ্ট করা হলে সেই মা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। হয়তো বা কখনো বাঁচার ইচ্ছাটাই হারিয়ে ফেলেন।

শিক্ষা সবার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ শিক্ষাই চেতনা আনে। তাই প্রত্যেকেরই এমন শিক্ষা অর্জন করা উচিত যে এ পৃথিবীতে কেউ ছোট নয়; সবাই সমান, সবারই গুরুত্ব আছে। একটি মেয়ে বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে শুরু করে। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই সেই পরিবারকে কন্যাসন্তানের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। একজন মা কি কি করতে পারেন তা প্রত্যক্ষভাবে বোঝানো প্রয়োজন। একজন মা একটি পরিবারকে কীভাবে তৈরি করেন— নিজের সন্তানকে প্রথমে পরিবারের সঙ্গে মিশতে শেখান, তারপর পরিবেশে চিনতে সাহায্য করেন এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করান। তারপর প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে চিনতে শেখান, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে দেন। একজন মা শুধু নিজের পরিবার গঠন করতেই সাহায্য করেন না, সমাজ গড়ার কাজেও একটি বিশেষ ভূমিকা নেন।

কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না, কন্যাসন্তান বড়ো হয়ে একজন আদর্শ মা হবে। মনস্তত্ত্ববিদের মতে, মেয়েদের মধ্যেই নাকি দয়া, মায়া, মমতা, সেবা ইত্যাদি মানবিক গুণ বেশি পরিমাণে থাকে। তাছাড়া, পুরুষেরাই যে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে তা নয়। মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর মতো মহিলারাও আমাদের দেশকে পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। শুধু পরিবার বা সমাজ গড়তেই নয়, দেশ গড়তেও নারীর ভূমিকা যথেষ্ট। মা সারদা ও ভগিনী নিবেদিতা শুধু নারীজাতির আদর্শ নয়, আজ সারা পৃথিবীর আদর্শ। কন্যাসন্তানের কারণেই এই ভূমিতে রাম ও কৃষ্ণের মতো কর্তব্যপরায়ণ, মহাবীর ও বুদ্ধের মতো শান্তির দূত, রাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর মতো মহাপরাক্রমী, ভগৎ সিংহ ও সাভারকরের মতো রাষ্ট্রভক্ত নির্মাণ হতে পেরেছে।

আমরা যদি কন্যাসন্তানকে তুচ্ছ মনে না করে একটু অন্য চোখে দেখি, কন্যাসন্তানের গুরুত্ব ও ভূমিকা বুঝি, তবে কোনো সমস্যাই থাকবে না এবং ভ্রূণ হত্যার মতো পাপ কাজে কেউ লিপ্ত হবে না। কন্যাসন্তানকে শুধু কন্যা নয়, একজন ভাবী মা, একজন পরিবার গঠনকারী, একজন সমাজ গঠনকারী হিসেবে ভাবা যায়, তবে কন্যাসন্তান আমাদের কাছে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার পাত্রী না হয়ে গর্বের হয়ে উঠবে। ▮

অতিথি কলম

অশোক মালিক

দেশহিতে আইন পাশ করাতে অর্ডিন্যান্সই মোক্ষম অস্ত্র

> গত বর্ষাকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভার কিছু মুষ্টিমেয় সাংসদ হৈ হট্টগোল করে সম্পূর্ণ সংসদ-বহির্ভূত বিষয় তুলে অধিবেশন পণ্ড করে দেন। এমন পরিস্থিতি তাঁরা তৈরি করে যেখানে কোনো বিলের পক্ষে ভোটাভুটি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ বিলগুলির পাশ হয়ে যাওয়া সরকারের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

চতুর্দিকে নির্বাচনে পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলি এনডিএ সরকারের দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত এবং বহু সময়েই পূর্বে কংগ্রেস সমর্থিত নানান প্রয়োজনীয় বিলগুলি লোকসভায় অবলীলায় পাশ হলেও রাজ্য সভায় তাদের সংখ্যাধিক্যের জেরে আটকে দিচ্ছে। এদের মধ্যে এক কাঠি বেড়ে সিপিএম-এর ইয়েচুরি আবার রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়ে বিলে সই না করার আবদার জানিয়ে এসেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠছে, ঘোষিত ইস্তাহার অনুযায়ী বিমা, কয়লা, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিলগুলির ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্সের পথ নেওয়াটা কি খুবই সংসদীয় বিচ্যুতি? এ বিষয়ে আলটপকা মন্তব্য করে দেওয়াটা অবশ্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। আজকের সংসদীয় গণতন্ত্র কিন্তু exeecutive ও legislature এই উভয়ের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অতীত উদাহরণহীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি সম্পূর্ণ নতুন নমুনা দেশবাসী দেখতে উন্মুখ। চিরাচরিত পদ্ধতির গতানুগতিকতা থেকে বেরোনোর কারণেই আজ অধ্যাদেশ (ordinance)-এর পথ।

লোকসভায় সরকারের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় তারা সংখ্যালঘু। যে পরিস্থিতি ২০১৬ বা সে অর্থে ২০১৮-এর আগে পুরোপুরি অনুকূলে আসবে না। তাহলে এই অন্তর্বর্তী সময়ে কি হবে, এটিই লক্ষ টাকার প্রশ্ন। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে গত বর্ষাকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভার কিছু মুষ্টিমেয় সাংসদ হৈ হট্টগোল করে সম্পূর্ণ সংসদ-বহির্ভূত বিষয় তুলে অধিবেশন পণ্ড করে দেন। এমন পরিস্থিতি তাঁরা তৈরি করে যেখানে কোনো বিলের পক্ষে ভোটাভুটি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ বিলগুলির পাশ হয়ে যাওয়া সরকারের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

বলা দরকার, বিশেষ করে বিমা বিলটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়েই গুণগতভাবে একমত থাকলেও এবং কংগ্রেস তাদের সমর্থনের কথা পূর্বে ঘোষণা করলেও অন্য চাপে তারা বিলটিকে আটকে দেয়। অথচ ভোটাভুটিও না হওয়ায় উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনের প্রশ্নও অবান্তর হয়ে পড়ে। মনে পড়বে সরকারে আসীন হওয়ার মুহূর্তেই এনডিএ ঘোষণা করেছিল রাজ্যসভায় আটকালে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিকে তারা যে কোনো মূল্যে যৌথ অধিবেশন ডেকে পাশ করাবে, তা সে যতই যৌথ অধিবেশনের ঘটনা সংসদীয় ইতিহাসে কম হোক না কেন। এই যৌথ অধিবেশনের প্রয়োজনীয় শর্তই হচ্ছে একটি সভায় পাশ হওয়া বিল অন্য একটি সভায় পরাস্ত হলে বা সভা ৬ মাসের মধ্যে বিলটি সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা না নিলে তখনই অধিবেশন ডাকা সম্ভব।

উল্লেখিত বিমা বিলটি প্রথমে ইউপিএ-২ সরকার লোকসভার বদলে রাজ্যসভায় পেশ করেছিল। সেই বিলটি রাজ্যসভা বাতিলও করেনি, পাশও করেনি। বিলটি ঝুলছে। অথচ লোকসভায় এনডিএ-র বিপুল সংখ্যাধিক্য কোনো কাজে আসছে না।

আজকের পরিস্থিতিতে জারি করা অধ্যাদেশের প্রেক্ষিতে বিমা বিলটি এর পর লোকসভায় পেশ করে পাশ করানো হবে। তারপরে রাজ্যসভা হয় পাশ করবে, নয় বাতিল করবে, নয় ঝুলিয়ে রাখবে নিদেনপক্ষে ৬ মাসের জন্য। শেষের দু'টির কিছু ঘটলেই সংসদের যৌথ অধিবেশন ডাকা হবে। তাহলে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের পক্ষে আনা যে কোনো বিতর্কিত বিলই এই চার দফা পদ্ধতি ছাড়া বেরোতে পারবে না অর্থাৎ অধ্যাদেশ, লোকসভায় পাশ, রাজ্যসভায় পাশ বা ৬ মাস ঝোলানো। এর পর যৌথ অধিবেশন। এমনটা কম করে ২০১৬ তো বটেই, তারপরও চলতে পারে।

মনে রাখতে হবে, রাজ্যসভা যদি একনাগাড়ে বিরোধীদের দ্বারা বিঘ্নিত হয়ে কোনো কাজকর্ম না করে একনাগাড়ে বন্ধ হতে থাকে তা হলে ক্রমশই এটি এক পরিত্যক্ত কক্ষের চেহারা নিয়ে পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে গুরুত্ব হারাবার পথে চলবে। লোকসভায় আইন প্রণেতাদের অনুমোদিত বিলগুলির দোষত্রুটি বিচার ও প্রণেতাদের জেরা করবার যে ন্যায্য অধিকার রাজ্যসভা সদস্যদের রয়েছে তাঁরা তা

স্বেচ্ছায় সমর্পণের রাস্তাই কি ধরবেন?

অবশ্যই অধ্যাদেশ জারি করার মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্রের আবহে হয়ত কিছুটা গা জোয়ারির অনুষঙ্গ থেকে যাবে। সকলেই মানেন বিশেষ কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতির উদ্ভবের ক্ষেত্রেই এর প্রাসঙ্গিকতা ছিল; প্রাত্যহিক সংসদীয় কাজকর্ম চালানোর জন্য ততটা নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করার পদ্ধতি ও আইনটিকে সার্থক পরিণতি অর্থাৎ পাশ করানো ক্রমশই জটিলতর হয়ে গেলে সরকার অবশ্যই সংবিধানে আর কি কি রাস্তা খোলা আছে তার সন্ধান নেবেই।

ভারতের সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেটি অনেকটাই সংকর প্রজাতির। একদিকে বৃটিশের West minister মডেল থেকে নেওয়া, আবার exceutive-legislature সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানের বিপুল অনুসারী। বিলেতে গালভরা 'হাউস অফ লর্ডস'-এর আদতে কোনো ক্ষমতাই নেই। তারা এক শতাব্দী আগেই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতা হারিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রায়শই ঝঞ্ঝাটের মুখে পড়ে যান, যখন কংগ্রেসের উভয়কক্ষই আক্রামক বিরোধীপক্ষের হাতে থাকে।

এই সব ক্ষেত্রে মার্কিন আইন প্রণেতাদের অপরপক্ষের (legislature) সঙ্গে বেশ দরাদরির লড়াই চালাতে হয়। অনেক সময়ই চরম পন্থাও অবলম্বন করতে হয়। ঠিক যেমন মোদী সরকারকে ভুগতে হচ্ছে।

একটা প্রাচীন মার্কিন উদাহরণ এরকম। ১৯৬০ সালে মার্টিন লুথার কিং-এর তীব্র সিভিল রাইট আন্দোলনের সময় একটি বিল কংগ্রেস আটকে দেয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন বহু ক্ষেত্রেই সেনেটরদের বাবা-বাছা করে, ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে, অনেক সময় ভয় দেখিয়ে বা blackmail করে বিরোধীদের সমর্থন আদায় করেন। কিছুটা অনৈতিক পদ্ধতিতেই সিভিল রাইট আন্দোলনকারীদের অনুকূলে একটি হিতকারী নৈতিক আইন অনুমোদিত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বার্থে অনুমোদনযোগ্য বিলগুলিকে পাশ করানো কোনো পিকনিক করার মতো হালকা ব্যাপার নয়, তাই যে কোনোভাবেই সরকার এগুলি পাশ করাবার চেষ্টা করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সেই চেষ্টা ২০০৮ সালে কংগ্রেসের পরমাণু বিল পাশ করানোর মতো কেনাবেচার পর্যায়ে না নামে ততক্ষণ তা জনতার অনুমোদনও পাবে।

প্রসঙ্গত এই অধ্যাদেশ আনার মাধ্যমে মোদী সরকার কোনো নীতিগত বিশ্বস্ততার পরীক্ষার মধ্যে অবতীর্ণ হচ্ছে না, কেননা এগুলি সবই ইস্তাহারে রয়েছে। আর অর্ডিন্যান্স হচ্ছে এমনই এক আইনি বিধান যা পাশ হওয়া মাত্রই আইনে পরিণত হয়। যদি এটা পরবর্তীকালে তামাদি বা বাতিলও হয় সেক্ষেত্রে এটি বলবৎ থাকাকালীন নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত কিন্তু বাতিল হতে পারে না। অর্থাৎ Retrospective effect মান্য নয়।

ধরুন, বিমা বিল যেখানে বিদেশি বিনিয়োগ ২৬ থেকে ৪৯ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রুলিং অনুযায়ী এটি জানা অত্যন্ত জরুরি। যদি কোনো বিমা কোম্পানি অধ্যাদেশ বলবৎ থাকাকালীন ভারতের কোনো কোম্পানিতে তার লগ্নির অংশ ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত করে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ওই অর্ডিন্যান্সটি কোনোভাবে বাতিল বা সংসদে অনুমোদিত না হলেও বিমা কোম্পানির মালিকানার অংশ কোনোভাবেই বাতিল হবে না বা তাকে কোনোভাবেই শাস্তি পেতে হবে না।

এ থেকে পরিষ্কার মহামান্য আদালত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতই শক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁরা মেনে নিয়েছেন জনহিতে দেশ শাসনের প্রকৃত অধিকার লোকসভারই, কখনই মনোনীত রাজ্যসভা সদস্যদের নয়। অবশ্যই মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের এই মূল্যবান পর্যবেক্ষণ মোদীর অর্ডিন্যান্স যাত্রাপথে কিছুটা আলো দেখাবে। ■

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত গবেষণামূলক অনবদ্য গ্রন্থরাজি—

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা	-	১৫০.০০	ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত	-	৩.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রতিখণ্ড	-	১০০.০০	অন্তিম গতি : আল্লার পতিতালয়	-	১০.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি	-	৭০.০০	ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা	-	১৫.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম	-	১২.০০	इसलाम के तीन सिद्धान्त	-	১৫.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা	-	১০.০০	Three Decrees of Islam	-	২০.০০
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা	-	৩৫.০০	Falsehood shrouds the True History of Delhi and Agra	-	১৫০.০০
এক নজরে ইসলাম	-	৪০.০০			
বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যত	-	৪.০০			

—: প্রাপ্তিস্থান :—

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

যোগাযোগ : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫, ৯৪৩৩০৩৩২৬৪

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে হত্যার চক্রান্ত অব্যাহত

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী মৌলবাদী ও পাকিস্তানপন্থী শক্তিগুলি, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, উগ্র ভারত বিরোধী মৌলবাদী শক্তি বাংলাদেশকে এখনও পাকিস্তানের সংস্করণ তৈরি করার পথ থেকে সরে আসেনি। তাই আওয়ামি লীগ সুপ্রিমো, বঙ্গবন্ধু তনয়া তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য নিরলস চেষ্টা চলছে অনেকদিন ধরেই। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর শেখ হাসিনা অথবা শেখ রেহানার বেঁচে থাকার কথাই ছিল না। তবে কথায় বলে ‘রাখে হরি মারে কে’? ভাগ্যক্রমে তাঁরা দু’জনই দেশের বাইরে ছিলেন বলে সেই দফায় বেঁচে গেলেন। তবে পাকপন্থী ও স্বাধীনতা-বিরোধী ঘাতকদের চেষ্টা থেমে নেই।

সর্বশেষ খবর হলো যে, জেএমবি শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য তিনশত নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এমন খবর বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক তাদের ৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করে। বাংলাদেশ হতে তাড়া খেয়ে জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে রীতিমতো দোকান খুলে বসেছিল। বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করাই লক্ষ্য। অভিযোগ, জঙ্গিদের এই কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস। এ নিয়ে এনআইএ তদন্তও চালাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা ঢাকায় ফেরার পর তাঁর উপর অনেক হামলা হয়েছে। কখনো তাঁর গাড়ির বাইরে, কখনো ট্রেনে যাতায়াতের পথে। ১৯৮৮ সালে ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে ৮ দলীয় জোটের জনসভায় যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম আদালত ভবনের পাদদেশে শেখ হাসিনার শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি ছুঁড়লে ২৩ জন নিহত হন। এদের মধ্যে ন’জন নিহত হন শেখ হাসিনাকে মানববর্ম তৈরি করে রক্ষা করতে গিয়ে। পরে এই সব মৃতদেহ জাতি ধর্মনির্বিশেষে চট্টগ্রামের অভয়মিত্র শ্মশানে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই সময় যার হুকুমে এই গুলি চালানো হয়েছিল সেই মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মির্জা রকিবুল হুদাকে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এলে পদোন্নয়ন দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শেখ হাসিনার দলীয় সমাবেশে তাঁকে হত্যার জন্য ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়। আবারও নেতাকর্মীদের মানববর্মের কারণে শেখ হাসিনা বেঁচে গেলেও প্রাণ হারান মহিলা আওয়ামি লীগের সভানেত্রী ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণী আইভি রহমান-সহ ২৪ জন আওয়ামি লীগের নেতাকর্মী। সেই হামলায় আহত হন প্রায় তিনশত জন। তখন চলছে বিএনপি-জামাত জোট সরকার।

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের মাসিক সাময়িকীতে এই হামলার সাথে বেগম জিয়ার পুত্র তারেক জিয়ার পরোক্ষ যোগাযোগ বর্ণনা করে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সাময়িকীটি বাজারে আসার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাজার হতে উধাও হয়ে যায়। এটি ছিল ফকরুদ্দিন সরকারের তদারকির আমলের ঘটনা।

সেই সাময়িকীতে তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশের দু’টি ভয়াবহ জঙ্গি সংগঠন, আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত ও জেএমবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়। বর্তমানে সেই জেএমবি শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে, খতমে নবুয়ত সৌদি অর্থে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং তাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করেছিল তারেক রহমান ও তৎকালীন বেগম জিয়ার জোট সরকার— এমন খবর সেই মাসিক পত্রিকাটির। খতম পার্টি এর আগে পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল।

এই দুটি দলেরই মূল টার্গেট ছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও আহমদিয়া জমায়াত। বিএনপি বা তারেক রহমান ছাড়াও এই দুই জঙ্গি সংগঠন বেগম জিয়ার চারদলীয় জোটের অন্যতম সঙ্গী জামাতে ইসলামি ও ইসলামি ঐক্যজোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল। শেখ হাসিনা ও আহমদিয়া জামায়াত ছাড়াও তারা দেশের হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও তাদের শত্রু জ্ঞান করতো। সে সময় বেগম জিয়া সরকার কারো জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা খতম পার্টি আর তাদের মিত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিতে তৎপর থেকেছে। ২০০৫ সালে খতমে নবুয়তের মুফতি নূর হোসেন নূরানী বাংলাদেশের বগুড়ার এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, তারেক রহমান আমাদের আমিরের সমবয়সী এবং আমরা আমাদের কর্মসূচি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করি এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করি। সাময়িকীতে লিখেছে যে, তারেককে এই সব ব্যাপারে সর্বক্ষণ সহায়তা দিতেন এনএসআইর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী। জেএমবি, খতমে নবুয়ত ছাড়াও সে সময় হুজি, জেএমবি, হিযবুত তাহরির, হিজবুত

তওহিদ-সহ আরো বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠন। শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার দায়ে গ্রেপ্তারকৃত মুফতি হান্নান তার দেওয়া জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন যে তার সঙ্গে হাওয়া ভবন ও তারেক রহমানের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এই মুফতি হান্নানই কোটালিপাড়ায় শক্তিশালী বোমা পুঁতেছিলেন শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে। তারেক রহমানের সঙ্গে মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের দুবাইতে সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে বাংলাদেশে ও দেশের বাইরের একাধিক সংবাদপত্রে ২০০৭ সালে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাক্ষাতের সময় তার সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা শাখার ডি.জি.এফ আইয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা।

অন্য আর একটি সূত্রের মতে, তারেক রহমানের পক্ষে তার বন্ধু গিয়াস আল মামুন এই সাক্ষাৎ করেন। আইনের দৃষ্টিতে তারেক রহমান বর্তমানে পলাতক হলেও গিয়াস আল মামুন কারাগারে। তবে তারেক রহমান চিকিৎসার নামে দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থান করে সেখানে বাংলাদেশ, শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র করার জন্য নানা ধরনের কাসিমবাজার কুঠি সৃষ্টি করেছেন। সেই সব কাসিমবাজার কুঠিতে নিয়মিত দেশ হতে গিয়ে তার দলের বিভিন্ন পদের নেতা-নেত্রীর ধরনা দেন এবং তা দেশে এসে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ২০০০ সালে ভারত ও বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্য মতে বঙ্গবন্ধুর ঘাতক ফারুক-রশিদ গ্যাং শ্রীলঙ্কার এলটিটিই'র ঘাতকদের ভাড়া করেছিল শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

এই কাজের জন্য তারা এলটিটিই'র দুজন সক্রিয় মুসলমান সদস্য, নাওজিয়া খাতুন ও উম্মে সালিমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য। এদের একজনের আবার বিবাহ সূত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্য ফারুক-রশিদ গ্যাং-এর সঙ্গে কলকাতায় এই ঘাতকদের কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায় ভারত-বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের তৎপরতায়।

শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর তাঁকে হত্যা করার জন্য কমপক্ষে ন'বার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁকে হত্যার যতগুলি পরিকল্পনা হয়েছে তার সঙ্গে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান বাংলাদেশ সৃষ্টির বাস্তবতা কখনো মেনে নিতে পারেনি। সম্প্রতি পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফ এক বক্তব্যে স্বীকার করেছেন ভারতের সঙ্গে তিনি কারগিল যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভারতের ভূমিকার প্রতিশোধ নিতে। এখন কোনো কিছুই আর রাখঢাক করে করা হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন শেখ হাসিনাকে হত্যা করে কার কী লাভ? লাভ আছে। এই মুহূর্তে আওয়ামি লীগে শেখ হাসিনা সাহস করে যতটুকু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা তাঁর দলের অন্য কেউই পারবেন বলে মনে হয় না। সব সময় যে তিনি সব সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নেন তাও কিন্তু নয়। তবে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গত ছয় বছরে তিনি নিয়েছেন যা অন্য কেউ নেওয়ার সাহস করতেন না।

২০১৩ সালে ৫ মে হেফাজত নামক একটি ভয়াবহ জঙ্গিগোষ্ঠী দেশের রাজধানীই দখল করে নিয়েছিল। তাদের সার্বিক মদত দিয়েছিল সংসদে তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, কিছু সুশীল সমাজ, বেশ কিছু ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া। তাদের সকলের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল সেই রাতই যেন হয় শেখ হাসিনা সরকারের শেষরাত। হেফাজতের টার্গেট ছিল পরদিন তারা বঙ্গভবন দখল করবে আর মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক-সহ সকল ব্যাঙ্কের ভল্ট লুঠ করবে। সেই রাতে কোনো রক্তপাত ছাড়া যে ভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হেফাজাতি জঙ্গিদের হাত হতে রাজধানীকে রক্ষা করেছিল তা নিঃসন্দেহে শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় বহন করে।

সেই রাতের ঘটনার পর দেশের বেশ কিছু সুশীল ব্যক্তি, সংগঠন ও দেশি বিদেশি কিছু মিডিয়া এমনভাবে প্রচার করার চেষ্টা করেছে সেই রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে হাজার হাজার 'তৌহিদি' জনতা প্রাণ হারিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তা প্রমাণ করতে পারেনি। এটি ছিল জনগণ ও বিশ্বকে স্রেফ বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা।

শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে পারলে একাত্তরের মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার বন্ধ করা যাবে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। তাঁর অবর্তমানে বাংলাদেশকে আবার একটি পশ্চাদমুখী ও সাম্প্রদায়িক দেশ হিসাবে গড়ে তোলা যাবে বলে অনেকেরই ধারণা। বাংলাদেশে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী আছে যারা এখনও মনে করে একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি ভুল ছিল।

একজন শেখ হাসিনাকে সরাতে পারলে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশকে আবার একাত্তর-পূর্বে অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সহজ হবে। শেখ হাসিনা সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশ এখন আর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর অভয়ারণ্য নয়। এটি অনেকের জন্য অস্বস্তির কারণ। সেই কারণেই তাঁকে সরিয়ে দিতে পারলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। বাংলাদেশকে আবার দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করা যাবে।

শেখ হাসিনা ছিলেন বলে দেশের এবং দেশের বাইরের নানামুখী চাপ অগ্রাহ্য করে ২০১৪-এর ৫ জানুয়ারি সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছেন। পদ্মা সেতু অর্থায়নের ব্যাপারে বিশ্বব্যাঙ্কের ব্ল্যাকমেইলকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। সুতরাং শেখ হাসিনাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে অনেকে চেষ্টা করতেই পারে এবং এই চেষ্টা চলতেই থাকবে।

১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম ও ২০০৪ সালে ঢাকায় তাঁকে রক্ষা করার জন্য অনেক নেতাকর্মী জীবন দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তেমন নেতা কর্মী কি আওয়ামি লীগে নতুন করে তৈরি হচ্ছে? সার্বিক বিচারে তাতো মনে হচ্ছে না। উলটে নিজ দলেরই কতিপয় অপরিণামদর্শী নেতাকর্মী তাঁদের ক্রিয়া কর্মের কারণে তাঁকে অনেক সময় শারীরিকভাবে না হলেও রাজনৈতিকভাবে বিপদে ঠেলে দিচ্ছেন। ■

প্রসঙ্গ : পিকে ফিল্ম

বিনোদনের আড়ালে ষড়যন্ত্র

লখেশ্বর চন্দ্রবংশী

সুন্দর ছোটগল্প, শ্রেষ্ঠ অভিনয় ও ব্যঙ্গ-বিনোদে ভরপুর পিকে ফিল্ম দর্শকদের ভালোরকম মনোরঞ্জন করছে। দর্শক কখনো একঘেয়েমি অনুভব করছে না। এটাও সত্য অধিকাংশ মানুষ কেবল মনোরঞ্জনের জন্যই সিনেমা দেখেন। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিনোদের নামে চলচ্চিত্র নির্মাতারা হিন্দু ভাবাবেগ নিয়ে সরাসরি যে ঠাট্টা-তামাশা করেছেন তাই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও 'ভণ্ডামির বিরোধিতা করা'-র দাবিদার পিকে-র নির্দেশক রাজকুমার হিরানীর মতে তাঁর চলচ্চিত্র সন্ত কবীর ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের আলোকেই নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য নির্দেশক হিরানীর দাবির সত্যতা এবং ফিল্মের নিহিতার্থ প্রকাশ করা একান্ত জরুরি।

ভারতবর্ষের মানুষ সত্যিসত্যিই খুবই সরল। এতই সরল যে মনোরঞ্জনের আড়ালে তাদেরই আস্থা ও শ্রদ্ধার ওপর আঘাতকেও বুঝতে সময় লেগে যায়। নির্দেশক রাজকুমার হিরানী, লেখক অমিতাভ যোশী এবং অভিনেতা আমির খানের মতে, পিকে-র মাধ্যমে সমাজকে লোকশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, ধর্মের নামে মানুষকে ভয় দেখিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীদের থেকে সমাজকে বাঁচানো প্রয়োজন এবং ভগবানের কাছে মনোবাসনা ব্যক্ত করার জন্য কোনো 'বাবা' অথবা ফকিরের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। এইটুকুই শিক্ষা নাকি লুকিয়ে আছে এই সিনেমার মধ্যে? অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে তা কিন্তু একেবারেই নয়।

হিন্দু যুবতীদের বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র :

'পিকে' জেনেবুঝে পরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা ফিল্ম, যার উদ্দেশ্য কেবল শুধু কেবল হিন্দু পূজাপদ্ধতি, দেবী-দেবতা ও শ্রদ্ধার বিষয়গুলিকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা। তার সঙ্গে এই ফিল্মের মাধ্যমে হিন্দু যুবতীদের মুসলমান যুবকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন দেখানো হয়েছে। কারণ দেখানো হয়েছে মুসলমান যুবকরা ধোঁকা দিতে জানে না। এসব প্রমাণ করার জন্য ফিল্মে পাকিস্তানি মুসলমান যুবক সারফারজ খান (সুশান্ত সিংহ রাজপুত), ভারতীয় হিন্দু যুবতী জগজ্জননী ওরফে জগ্গু (অনুষ্কা শর্মা) এবং এক ধর্মগুরু

(তপস্বীবাবা)- কে কেন্দ্র করেই কাহিনি তৈরি করা হয়েছে। এই কাহিনি পাকিস্তানি যুবকের সঙ্গে ভারতের হিন্দু যুবতীর প্রেম প্রসঙ্গ থেকে শুরু করা হয়েছে। কিন্তু তপস্বীবাবার ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে প্রেমিক-প্রেমিকা আলাদা হয়ে যায়। এরপর হিন্দু পূজাপদ্ধতি ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করাতে করাতে ফিল্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একেবারে শেষ ক্লাইমেক্স হিসেবে পাকিস্তানি মুসলমান যুবকের ওপর ভারতীয় হিন্দু যুবতীর আস্থা দেখানো হয়েছে এভাবে— মুসলমান যুবক মনেপ্রাণেই হিন্দুযুবতীর সঙ্গে প্রেম করতো এবং তপস্বীবাবার ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ফিল্ম হিন্দু মেয়েদের মুসলমান যুবকদের সঙ্গে প্রেম করতে উৎসাহিত করছে।

রিমোটের অজুহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর প্রশ্ন :

ফিল্মের প্রধান নায়ক আমির খান 'পিকে' ভূমিকায়, যে অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা প্রাণী। সে আকাশ থেকে রাজস্থানের মরুভূমিতে অবতরণ করে। তার শরীরে কোনো কাপড় নেই, শুধু গলায় একটা চকচকে লকেট ঝুলছে, যা কিনা একটা রিমোট কন্ট্রোল। এই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে সে তার যান আনিয়ে নিজের গ্রহে ফিরে যেতে পারে। নতুন গ্রহে নামার পর এক চোর তার লকেট ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় তার ট্রানজিস্টর ছাড়া পড়ে যায়। ওই লকেট অর্থাৎ রিমোটের খোঁজে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে, কিন্তু লকেট খুঁজে পায় না। লোকেরা বলে যে, তোমার সমস্যা ভগবানই সমাধান করতে পারেন। এরপর পিকে তার লকেট ফিরে পাওয়ার জন্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও গুরুদ্বার পর্যন্ত পৌঁছয়, কিন্তু লকেট পায় না।

এই সময় স্বানন্দ কিরকিরের এক সুন্দর গান শোনা যায়, যা সোনু নিগম গেয়েছেন— ''সুনা য়ে পুরী ধরতী তু চলাতা হ্যায়, মেরী ভী সুন লে অর্জ মুঝে ঘর বুলাতা হ্যায়, ভগবান হ্যায় কহাঁ রে তু, হে খুদা হ্যায় কহাঁ রে তু...।'' ফিল্মে এইটুকু অংশেই যেখানে ঈশ্বরের সন্ধানে পিকের ব্যাকুল হওয়াটা দর্শকের মনে ঈশ্বর দর্শনের ভাব জাগ্রত করেছে। ঈশ্বর দর্শনের জন্য এই ব্যাকুলতা হিন্দুত্বের এক সুন্দর অভিব্যক্তি। এই গানে ভারতের অনেক মহান ভক্তের জীবন জিজ্ঞাসা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাকি সব দৃশ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর প্রশ্নচিহ্ন লাগানো হয়েছে।

এরকম ডায়ালগ আছে যাতে বলা হয়েছে যে, ভগবান টাকাপয়সা দিলেও কোনো কাজ করে না।

ভগবান, ধর্মীয়স্থান ও পূজাপদ্ধতিকে উপহাস :

রিমোটের খোঁজ করতে করতে পিকে শিবের ছদ্মবেশে এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়। পিকে তার পিছনে পড়ে যায় এবং বাথরুমে তাকে বন্ধ করে রাখে। পরে পিকের ভয়ে পালাতে থাকে। এই দৃশ্যে দর্শক হাসি উপভোগ করে। দর্শক বুঝে যায় যে, এই ব্যক্তি শিব নয়, শিবের বেশধারী। কিন্তু এখানে ভাবার বিষয় যে, পিকে-র নির্মাতা ও নির্দেশক ছদ্মবেশধারী শিবের কল্পনা করেছেন, কোনো মোল্লা-মৌলবি বা পাদরির কল্পনা কেন করেননি? শিবের ছদ্মবেশ প্রসঙ্গে হাসি মজার আড়ালে ভগবান শিব ও কোটি কোটি শিবভক্ত মানুষের আবেগকে আঘাত করা হয়েছে। এর পরেও কথা আছে। দুধ দিয়ে শিবের অভিষেক করার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে— শিবের মাথায় দুধ না ঢেলে গরিব শিশুদের খাওয়ানো উচিত।

ফিল্ম নির্দেশক শিবের মাথায় দুধ ঢালার বিষয় ছাড়া ধূমপান, মদ ইত্যাদি নেশার জন্য ব্যয় করা টাকা গরিব ও ক্ষুধার্ত শিশুদের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্য সুযোগ সুবিধার জন্য খরচ করার কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি এরকম বলেননি। আমাদের দেশে তথাকথিত অনেক সমাজসংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী জন্মেছেন যাঁদের মনে হয়েছে শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় দুধ ঢালা মানে তা নষ্ট করে ফেলা। ফিল্মে ভণ্ডামির বিরোধিতার নামে হিন্দু ভাবনাকে আঘাত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে মন্দির ও পুরোহিতরা মানুষকে ঠকাতে, লুট করতে ও ভগবানের ভয় দেখাতে তৈরি হয়েছে। এ ভাবেই তপস্বীবাবার ভূমিকা তৈরি করা হয়েছে। ফিল্মে তপস্বীবাবাকে দিয়ে মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করা হয়েছে। শুধু এই নয়, তীর্থভ্রমণের গুরুত্বেরও নিন্দা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে— ভক্ত ভয়ে দেবতার পূজা করে।

ভণ্ডামির বিরোধিতা করতে হবে না এরকম নয়, নিশ্চিতভাবেই করতে হবে। অসংখ্য বাবার উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। কিন্তু দু' একটা ভণ্ড বাবার উদাহরণ খাড়া করে দেশের অগণিত সাধু সন্ত ও মহাপুরুষদের ভণ্ড প্রতিপন্ন করা উচিত কি? ফিল্মের শেষ ভাগে চারটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ বার্তায় বলা হয়েছে, যে বাবা বলে যে সে ভগবানের দর্শন করিয়ে দেবে, তাহলে বুঝতে হবে তা ভুল (wrong number)। ফিল্মের এই বার্তা ঠিক নয়, কেননা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অনুসারে যিনি ঈশ্বরের উপলব্ধি করাতে পারবেন তাঁর সন্ধান করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অনুভূতি যিনি করিয়ে দেন তাঁকে সদ্‌গুরু বলা হয়। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সদ্‌গুরুর ভূমিকা খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। আমাদের ইতিহাস গুরু-শিষ্যের মহান পরম্পরার উদাহরণে ভরা। পিকে ফিল্ম এই বিশ্বাসে আঘাত করেছে। ফিল্মে অনাবশ্যকভাবে অনেকবার ড্যান্সিং কার-এর প্রসঙ্গ 'ভারতে এরকম হয়' ঢঙে বিদেশি কামুকতাকে প্রকাশ্যভাবে দেখানো হয়েছে, যা অত্যন্ত আপত্তিজনক।

বিরোধিতার কারণ বুঝতে হবে :

পিকে-র বিরোধিতাকারী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল ইত্যাদি সংগঠনকে সংবাদমাধ্যম ও ছদ্মসেকুলার দলের নেতারা (অখিলেশ, নীতিশ কুমার) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে। পিকে ফিল্মের দ্বারা কিছু হোক না হোক, হিন্দুধর্মের বিরোধিতা চালিয়ে যাবার জন্য এঁরা তাঁদের রাজ্যে এই ফিল্মকে ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছেন। এই ফিল্মের বিরোধী সংগঠনগুলির বক্তব্য হলো, এই ফিল্মে কেবল হিন্দুধর্ম ও দেবী-দেবতার উপহাস করা হয়েছে। এতে মুসলমান ও খৃষ্টানদের অন্ধবিশ্বাসগুলিকে স্পর্শ করার চেষ্টা বিন্দুমাত্র হয়নি। ফিল্ম নির্মাতারা সন্ত্রাসবাদ কোথায় এবং কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, সে বিষয় দেখানোর হিম্মৎ দেখাননি। বরং লাভ-জেহাদকে উৎসাহ দিয়ে হিন্দু মেয়েদের ধোঁকা দিতে, ঝঞ্ঝাটে ফেলতে এবং বিভ্রান্ত করার এমন কুৎসিত প্রচেষ্টা এই ফিল্মের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই ফিল্ম যদি সত্যি সত্যি সদ্‌গুরু কবীরের শিক্ষার ওপর করা হোত তাহলে সব ধর্ম-সম্প্রদায় ও মতাদর্শের ওপর আঘাত করা হোত। কিন্তু তা করা হয়নি। এই ফিল্মের লক্ষ্য কেবল হিন্দু সংস্কৃতি। সন্ত কবীর ভুল-ভ্রান্তি, ভণ্ডামি ও খারাপ বিষয়ের ওপর আঘাত হানতেন, কিন্তু এখানে সরাসরি হিন্দু সমাজের বিশ্বাসের ওপর আঘাত করা হয়েছে। ভক্ত কবীর মানুষকে ঈশ্বরের অনুভূতি করিয়ে দিতেন, আর এই ফিল্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপরই প্রশ্ন খাড়া করা হয়েছে। ফিল্ম নির্দেশক তাঁর পাল্লা ভারী করার জন্য ভক্ত কবীরের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন। তা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। যে কোনো ব্যক্তি যদি একটু মনোযোগের সঙ্গে ফিল্মের কাহিনি বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি খুব সহজেই এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলতে পারবেন।

সেন্সরবোর্ড কি ভারতের সামাজিক টানাপোড়েন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ? অথবা এখানেও কি কোনো ভ্রষ্টাচারের খেলা চলছে? এই ফিল্ম খুব সহজেই সারাদেশে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং দেশের বড় বড় নেতা ও সাংবাদিকরা খুব প্রশংসা করছেন। প্রশংসা করা বা না করা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-সমাজের বিশ্বাসের ওপর আঘাত করা হলেও দেশের আইন ও প্রশাসনের কোনো হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই রকমের ফিল্ম যদি পাকিস্তানে মুসলমানবিরোধী হোত, তাহলে কি হোত? বাংলাদেশি লেখিকা এই বিষয়ে বলেছেন যে, এই রকমের ফিল্ম যদি পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশে তৈরি হোত তাহলে নির্মাতা-নির্দেশক-অভিনেতা সবাইকে জেলের ঘানি টানতে হোত কিংবা বাইরেই মেরে ফেলা হোত। পাকিস্তানি মিডিয়ার কোনো এক অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী বীণা মালিক ও তাঁর স্বামীর নকল বিয়েতে ধর্মীয় গান গাওয়া হলে সে দেশের আদালত বীণা ও বসির-সহ টিভি-শোর আহ্বায়ক শায়েস্তা ওয়াহিদিকেও ২৬ বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল।

ভারতে এরকম হয় না। এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কোটি কোটি মানুষের ধর্ম, সম্প্রদায়, পূজাপদ্ধতি ও বিশ্বাসকে উপহাস করা নয়।

তাই দেশবাসীকে সচেতন ও সাবধানে থাকতে হবে যাতে এরকম ফিল্মের মাধ্যমে মানুষের ভাবনাকে আঘাত করা না হয়। বিবেক বন্ধক রেখে ফিল্ম দেখা নয়, তাকে জাগ্রত রেখে দেখতে হবে। প্রবীণ বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম্ স্বামী অভিযোগ করেছেন যে, পিকে-র বিনিয়োগকারী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই অভিযোগেরও তদন্ত প্রয়োজন। ■

অন্য রকম

ব্রেইল প্রিন্টার আবিষ্কর্তা শুভম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটি ছোট্ট ছেলে তার বাবা-মা'কে প্রশ্ন করে বসল, ''আচ্ছা, অন্ধ মানুষরা পড়ে কীভাবে?'' —এই প্রশ্নের উত্তর সে পেলেও তার মনের মতো হয়তো হয়নি। স্বভাবতই কিশোরের অনুসন্ধিৎসু মন সেই উত্তর খুঁজে পেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ ইন্টারনেটে সার্চিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বছর তেরোর ছেলেটি। ব্রেইল প্রিন্টার সম্বন্ধে জানতে গিয়ে ছেলেটি চমকে ওঠে। কারণ একটি ব্রেইল প্রিন্টারের দাম কমপক্ষে প্রায় ২০০০ মার্কিন ডলার, যা একটি উন্নয়নশীল দেশের দৃষ্টিহীন মানুষের পক্ষে কেনা দুঃসাধ্য। তাই সে মনস্থির করে এর থেকেও কম দামে এবং আরো উন্নত কোনো ব্রেইল প্রিন্টার তৈরি করার। তখন থেকেই আমেরিকাবাসী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসী বাঙালি শুভম বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় এক ল্যাবরেটরিতে শুরু করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিছুদিনের মধ্যেই সে তৈরি করে অত্যাধুনিক এক ব্রেইল প্রিন্টার।

শুভম ক্যালিফোর্নিয়ার একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তার মা মালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বোন অনুষ্কা এবং বাবা নিলয় বন্দ্যোপাধ্যায় —এই চারজনের ছোট এক পরিবার। নিলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ইনটেল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়র। শুভম যখন মনস্থির করে ব্রেইল প্রিন্টার নিয়ে কাজ শুরু করবে, তখন থেকে স্থানীয় ল্যাবরেটরিতে সে নিয়মিত যেতে থাকে। ছেলের উদ্যমকে নিলয়বাবু কোনোভাবে দমানোর চেষ্টা করেননি। উলটে প্রাথমিক খরচ বাবদ ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার তিনি ছেলের জন্য খরচ করেন। ব্রেইল প্রিন্টার আবিষ্কারের জন্য ছেলে শুভম যখন আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখন সমানে তার কাজকে প্রেরণা এবং সাহস জুগিয়ে গেছেন ইঞ্জিনিয়র বাবা। এ প্রসঙ্গে শুভমের বাবা নিলয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরাও গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে ছিলাম। নতুন কোনো পদ্ধতি বের করতে চলেছে তা দেখার জন্য।''

শুভমের সংকল্প একটি ডেক্সটপ ব্রেইল প্রিন্টার তৈরির। যার দাম হবে ৩৫০ মার্কিন ডলার এবং ওজন হবে মাত্র কয়েক পাউন্ড। কিন্তু আগের ব্রেইল প্রিন্টারটির দাম যেমন

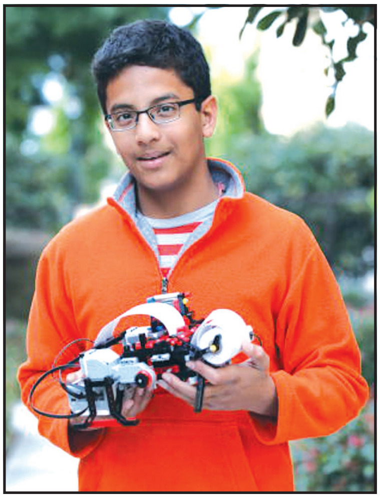

ব্রেইল প্রিন্টার হাতে শুভম।

বেশি ছিল তেমনি ওজনও ছিল ৯ কেজি। তাই সহজেই বহনযোগ্য এবং দৃষ্টিহীনদের আয়ত্তের মধ্যে থাকবে এমন যন্ত্রই আবিষ্কার করার কাজে হাত শানিয়েছে এই বালক। এ প্রসঙ্গে শুভমের মন্তব্য, ''ব্রেইল প্রিন্টারের এত দাম হওয়া কখনই উচিত নয়। কারণ আমি জানতাম এই যন্ত্র তৈরির সহজ উপায়।'' এসব ভেবেই শুভম রাতের পর রাত জেগে মাইন্ডস্টোরমস ইভি ৩ (Ev 3) তৈরি করে ফেলে। স্বপ্ন সফলের কথা বলতে গিয়ে শুভমের অকপট জবাব, ''আমার স্বপ্ন সার্থক হবে যেদিন পৃথিবীর বেশিরভাগ অন্ধ মানুষের কাছে এই যন্ত্র পৌঁছে যাবে।''

ব্রেইল প্রিন্টার যন্ত্রটির মাধ্যমে যে কোনোরকম প্রিন্ট আউট নেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে পড়ার বই হতে পারে বা বাজারে কেনাকাটার তালিকা যাই হোক না কেন। যন্ত্রে কালি ও কাগজ দেওয়া থাকবে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি খুব সহজেই তার মনের মতো করে এই ব্রেইল প্রিন্টার ব্যবহার করতে পারবে। সানফ্রান্সিসকোর লাইট হাউস নামে একটি দৃষ্টিহীন সংস্থা যারা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক সংস্থা হিসাবে সমাজের এরকম অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করে। তাদের কাছে এই যন্ত্র খুবই প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমানে শুভম আরো নতুনত্ব আনতে চাইছে তার এই ব্রেইল প্রিন্টারের মধ্যে, যা ব্রাইগো ২.০ মডেল হিসাবে চিহ্নিত হবে। এছাড়াও একটি নতুন ইনটেল কমপিউটার চিপও সে বের করেছে। ইনটেল কোম্পানি এক্ষেত্রে খুব উচ্ছ্বসিত শুভমের কাজ নিয়ে। ইনটেল মনে করে, সিলিকন ভ্যালির শুভমই সবচেয়ে কনিষ্ঠতম শিক্ষানবীশ যে ব্রেইল প্রিন্টার নিয়ে কাজ করেছে।

তবে শুভমের চিন্তাশক্তি শুধু তার কাজেই সীমাবদ্ধ নেই। ব্রাইগো ল্যাবরেটরি শুভমের এই চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মোটা অঙ্কের মূলধন বিনিয়োগ করে ইঞ্জিনিয়র ও উপদেষ্টামণ্ডলী নিযুক্ত করেছে। যারা রূপ দিয়ে চলেছে শুভমের এই অভাবনীয় সৃষ্টিকে। ব্রাইগো ল্যাবের লক্ষ্য, তাদের তৈরি এই যন্ত্র দৃষ্টিহীনের জন্য কাজ করা সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়ার। যারা ব্যবহার করে দেখবে সত্যিই কতটা তারা উপকৃত হতে পারছে এই ব্রেইল প্রিন্টার থেকে। তারপরই কোম্পানি এই ব্রেইল প্রিন্টারকে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসবে বলে জানা যায়।

আজকের এই কর্মকাণ্ডের প্রধান রূপকার প্রবাসী বাঙালি শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়। তার এই মহাসংগ্রামের সঙ্গী ছিলেন তার বাবা নিলয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা মালিনি বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তার মায়ের কথা ''আমি সত্যি গর্ববোধ করি আমার ছেলে শুভমকে নিয়ে। শুভম এই বয়েসে যেটা ভেবেছে করেছে, আমি মনে করি— অনেক বয়স্ক মানুষ সেটা এখন ভাবছেন।'' তবে আগামীদিনে শুভমের সৃষ্টি দৃষ্টিহীনদের কাজ কতটা সহজ করে দেয় সেটাই দেখার। ∎

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Ori Plast

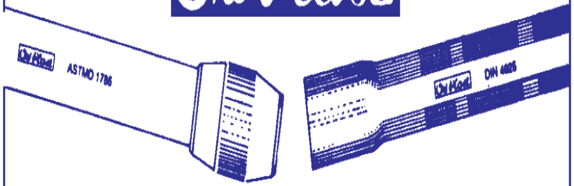

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"সন্ন্যাসী' কথাটিতে সংযুক্ত হয়েছে এক নূতন তাৎপর্য। কেবল গৈরিক বস্ত্র নয়, নিঃস্বার্থপরতাই একজনকে প্রকৃত সন্ন্যাসী করে। বিজ্ঞান ও শিক্ষায়, শিল্প ও বাণিজ্যে, জনসেবায় এবং অসহায়ের রক্ষণে— সর্বত্রই সন্ন্যাসী হওয়া যেতে পারে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

দিনহাটায় সারদা শিশুতীর্থের ক্রীড়া অনুষ্ঠান

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫২তম জন্ম জয়ন্তীর দিন দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে ২৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। প্রতিযোগিতায় শিশুদের খেলাধুলা বিষয়ে উৎসাহ দিতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ দীপেশ গোস্বামী এবং বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ক্রীড়াভারতী উত্তরবঙ্গের সহ-সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে শিশুদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ প্রদানে অবিভাবক-অবিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ক্রীড়া অনুষ্ঠানে দিনহাটায় প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ বিজয় কুমার রায়, সঙ্গীত মোহন বোস এবং বিজয় চক্রবর্তীকে 'সারদা ক্রীড়া সম্মাননা' সম্মান প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য উত্তম রায় ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি তরুণ সান্যাল পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য এবং অতিথিদের বরণ করে নেন। এদিন শিশুতীর্থের ২২টি বিভাগের বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিশুতীর্থের প্রাক্তনী-সহ অবিভাবক-অবিভাবিকা এবং সারথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে শহরের প্রাণকেন্দ্র সংহতি ময়দানে সাধারণ নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘের পূর্ণ সহযোগিতায় সমগ্র ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বর্ধমানে সংস্কৃত সম্মেলন

গত ৩ জানুয়ারি বিশাল সংস্কৃত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান শহরের টাউন হলে। বর্ধমান নগরের একুশটি আধ্যাত্মিক সংস্থা নিয়ে গঠিত 'সংস্কৃত সম্মেলন আয়োজন সমিতি' এই সংস্কৃত সম্মেলনের আয়োজন করে। দুপুরে শুরু হয় সংস্কৃতপ্রেমীদের নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শিবাত্মানন্দ মহারাজ। সম্মেলন স্থলে সংস্কৃতে বিজ্ঞান, বস্তু ও পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলঘরিয়ার স্বামী কমলেশানন্দ পুরী মহারাজ। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভক্তি জীবন আচার্য মহারাজ। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন 'বেসু'র বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. তন্ময় ভট্টাচার্য। বক্তা ছিলেন সংস্কৃত ভারতী'র সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গৌতম চন্দ্র। সম্মেলনে একটি সংস্কৃত পত্রিকা 'বিবেক চৈতন্য'-এর উন্মোচন করেন দেবানন্দ আশ্রম, বর্ধমানের স্বামী দেবানন্দ মহারাজ। সম্মেলনে সকল বক্তা সংস্কৃতভাষার সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য সংস্কৃতপ্রেমীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সংস্কৃত ভারতী'র ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, নাটক ও গীত সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করেন। ভরতনাট্যমের 'দশাবতার নৃত্যম' দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। সম্মেলন সমিতির সম্পাদক সুবল সখা ব্রহ্মচারী সকলকে 'পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্' পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থী হওয়ার আহ্বান জানান।

দার্জিলিং পার্বত্য জেলার প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের দার্জিলিং পার্বত্য জেলার (শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে) প্রাথমিক শিক্ষা বর্গ গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত কালিম্পং-এর প্রণামী বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বর্গে দীর্ঘদিন বাদে দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং ও কালিম্পং মহকুমার ৩৭টি স্থান থেকে ৯৭ জন স্বয়ংসেবক যোগ দেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮০ জনই ছাত্র। ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষক-সহ মোট ১৩২ জন কার্যকর্তা বর্গে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ, সহ-প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো এবং সহ-বিভাগ সঙ্ঘচালক কুলছত্র প্রসাদ আগরওয়াল বর্গ পরিদর্শন করে শিবিরের শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশ করেন। গত ৫ জানুয়ায়ী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিবিরের প্রকাশ্য সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। শিক্ষার্থীরা ওই দিন যোগাসন, সূর্যনমস্কার, ব্যায়ামযোগ, নিযুদ্ধ (ক্যারাটে), দণ্ড ও পিরামিড (গোপুরম্) প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন জেলা (কালিম্পং) কার্যবাহ সমীর ঘোষ এবং পৌরোহিত্য করেন এন কে কুমাই।

পরলোকে ডাঃ রামগোপাল গুপ্তা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ রামগোপাল গুপ্তা গত ২২ জানুয়ারি কলকাতায় কল্যাণ ভবনে পরলোকগমন করেন। শ্রীগুপ্তা মূলত উত্তরপ্রদেশের রামপুর জেলার সাহাবাদের স্বয়ংসেবক। ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে জীবন সমর্পণ করেন। ওড়িশায় তিনি ১৪ বছর কল্যাণ আশ্রমের সংগঠন সম্পাদক হিসেবে বনবাসী সমাজে কাজ করেন। এরপর অসমে ৬ বছর কাজ করার পর পূর্বক্ষেত্রের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা কেন্দ্রে আসেন। গত ছ'মাসের বেশি সময় ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। সপ্তাহে দু'দিন তাঁর ডায়ালিসিস হোত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ তথা সহমর্মী সংগঠনগুলি একজন যোগ্য কার্যকর্তাকে হারালো।

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের বৈঠক

গত ১৮ ডিসেম্বর অখিল ভারতীয় সহ-ধর্মজাগরণ প্রমুখ রাজেন্দ্র প্রসাদজীর উপস্থিতে হাওড়া মহানগরের মধ্যভাগ ও উত্তরভাগ কার্যকর্তাদের প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তিনি ধর্মজাগরণ বিষয়ে পথনির্দেশ করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক দেবপ্রসাদ ঘোষ, সহ-প্রান্ত সংযোজক সুধাংশু মিশ্র, প্রান্তপ্রতিনিধি প্রমুখ ধর্মেন্দ্র সিং ভদোদিয়া, প্রশাসনিক সম্পর্ক প্রমুখ রাজেশ রায় এবং প্রান্ত প্রমুখ সনাতন মাহাতো।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক বৈঠক

গত ৪ জানুয়ারি কলকাতার নরেশ ভবনে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে সভার সূচনা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক জীবনময় বসু গত বছরের (২০১৩- ২০১৪) কার্যবিবরণী পাঠ করেন। উল্লেখ্য, এই বৎসরে সমিতি স্টাইপেন্ড বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের ৭৪৮০ টাকা, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য বাবদ ৩৮৫০০ টাকা এবং বিভিন্ন সংগঠনকে অনুদান বাবদ ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছে। এছাড়া ৭টি চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও নিঃশুল্ক চশমা বিতরণ কেন্দ্রে ৯০১ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৭৫৪টি চশমা দেওয়া হয়েছে। সমিতির পক্ষে প্রণয় রায় গত বৎসরের (২০১৩-১৪) আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় পেশ করেন এবং সর্বসম্মতিতে তা গৃহীত হয়। নতুন কমিটি নির্বাচনের জন্য অজয় কুমার নন্দীর পরিচালনায় নতুন কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়।

সভাপতি--- বিশ্বনাথ মুখোপাধায়। সহ-সভাপতি— তপন কুমার নাগ। সাধারণ সম্পাদক— জীবনময় বসু। সহ-সাধারণ সম্পাদক— তপন গাঙ্গুলি। সদস্য— অদ্বৈত চরণ দত্ত, ড. বিজয় আঢ্য, রমাপদ পাল, তরুণ পণ্ডিত, বিশ্বনাথ নন্দী এবং প্রণব রায়।

পল্লীপ্রাণ প্রসাদ চক্রবর্তী জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট, তাজপুর, হাওড়া আয়োজিত পল্লীপ্রাণ জননেতা প্রসাদ চক্রবর্তীর বর্ষব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসব (২০১৪-১৫) উপলক্ষে গত ১১ জানুয়ারি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকালে স্বামী বিবেকানন্দ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। শৈত্যপ্রবাহ সত্ত্বেও ৩৩ জন পুরুষ ও ৭ জন মহিলা-সহ মোট ৪০ জন দাতা রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ইন্সটিটিউটের প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের জনাকীর্ণ ছাত্র ও যুব সমাবেশে 'বর্তমান ছাত্র-যুব চরিত্র গঠনে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মযোগী প্রসাদবাবুর প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত আইনজীবী সনাতন মুখার্জী এবং স্বামী ভাবস্থিতানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংক্ষিপ্ততম বক্তব্য রেখে সভাকে আলোড়িত করেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জর্জ বেকার। সভাশেষে ছাত্রদের হাতে বিবেকানন্দের জীবনীমূলক পুস্তক প্রদান করা হয়।

১২ জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবসে ছাত্র-যুবদের নিয়ে শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। শোভাযাত্রা শেষে বিবেকানন্দ ও প্রসাদবাবু বিষয়ে আলোচনা হয়। অপরাহ্নে প্রসাদস্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলিত ভাবে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রসাদবাবু ও বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন বিধায়ক অমিত মিশ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য।

ব্যাঙ্গালুরুতে অনুপ্রবেশ বিষয়ে আলোচনা সভা

সংবাদদাতা ।। ইন্টারন্যাশনাল ইনটেলকচুয়াল ফোরাম অফ হিন্দুজ-এর উদ্যোগে গত ১৮ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালুরু-র অমৃতহর গোশালাতে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। গোপাচার ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং ভারতের আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়নের উপর এই দুই বিষয়ের প্রভাব ছিল এই সভার আলোচ্য বিষয়। স্বামী মধুসূদনানন্দ পুরী প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার সূচনা করে মানবসভ্যতার বিকাশে ভারতীয় সভ্যতার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। আর এস এসের প্রান্তকার্যবাহ এন থিপ্পেস্বামী ভারত থেকে বাংলাদেশে গোপাচার ও তার আর্থসামাজিক প্রভাবের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক তথাগত রায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে পশ্চিমবঙ্গে জনভারসাম্যের কীভাবে ভয়াবহ পরিবর্তন হচ্ছে সেই বিষয়টি শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করেন। বক্তাদের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণে বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে শ্রোতারা যে উদ্বেগ বোধ করছেন, তা তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা সূত্রেই বোঝা যায়।

সব মিলিয়ে এই মনোজ্ঞ আলোচনা সভাটির জন্য শ্রোতারা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

মালদা জেলা হিন্দু সম্মেলন

গত ১৮ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মালদা জেলার মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা ফুটবল ময়দানে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলন হয়। সারা জেলা থেকে দুই হাজারের বেশি মানুষ এই হিন্দুসম্মেলনে উপস্থিত হয়। গো-পূজন, যজ্ঞ, বেদপাঠ ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম হয়। যজ্ঞ পরিচালনা করেন তাজপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. বসন্ত কুমার রথ। পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ এবং ক্ষেত্র প্রচারক সত্যনারায়ণ মজুমদার ও অদ্বৈতচরণ দত্ত, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মালদা সাহাপুরের মঠাধ্যক্ষ সুন্দরানন্দজী মহারাজ। প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার, উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার প্রমুখ। স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন কার্যকর্তা নকুলেশ্বর দাসকে উত্তরীয় দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায় মজুমদার। ড. বসন্ত রথ বাংলা ভাষায় বক্তব্য রেখে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সমাজ সেবাভারতীর সেবাসঙ্গম

গত ১১ জানুয়ারি কলকাতার কেশব ভবনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় সমাজসেবা ভারতীয় প্রাদেশিক সেবাসঙ্গম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজসেবা ভারতীয় অনুমোদিত যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে তাদের নিয়ে এই বাৎসরিক সেবাসঙ্গমের আয়োজন। মূল উদ্দেশ্য— সমাজসেবা ভারতীর পক্ষে যে সমস্ত সেবা কাজ চলছে তার 'ঝারোখা দর্শন'। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে ৩০টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে ২০০-র বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এদিনের উৎসবের সূচনা করেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সহ-মহাসচিব গুরুশরণ প্রসাদ। পরে ভারতেন্দু অন্ধ আশ্রমের পক্ষে গণেশ বন্দনা ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন সেবাকাজের ব্যাপারে এরপর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায়। প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত

প্রচারক রমাপদ পাল।

ডাঃ সনৎ বসু মল্লিক সমাজসেবা ভারতীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। সমাপ্তি ভাষণে বিভিন্ন প্রেরণাদায়ী গল্পের মাধ্যমে সবাইকে সেবা কাজের অনুপ্রেরণা দেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ৪ জানুয়ারি বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রস্থল রামপুরে সেবাভারতীর কার্যালয় পাঞ্চজন্য ভবনে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের উদ্যোগে বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি.সি. সাহা ৪২ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।

সহসরকার্যবাহ সুরেশ সোনীর আন্দামান প্রবাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী গত ২৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে উপস্থিত থাকা ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন, চিন্ময় মিশন, বিবেকানন্দ কেন্দ্র, বিদ্যাভারতীর কার্যালয় ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন।

শ্রী সোনীর প্রবাস উপলক্ষে পোর্টব্লেয়ারে স্বয়ংসেবকদের একটি বর্ণাঢ্য পথসঞ্চলনের আয়োজন করা হয়। পথসঞ্চলন মেরিনাপার্কের মিউনিসিপ্যাল ধর্মশালা থেকে শুরু হয়ে আবেরদিন ক্লক টাওয়ার, অতুল সমিতি, গোলঘর হয়ে জংলীঘাট স্কুল প্রাঙ্গণে শেষ হয়। স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের সমাবেশে শ্রী সোনী বক্তব্য রাখেন। স্বয়ংসেবকদের দ্বারা আয়োজিত একটি নাগরিক সভায়ও তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আজ মানুষের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজ নানাভাবে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ংসেবকরা সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজ করে চলেছে।

বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থা ছাড়াও সব শ্রেণীর বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে তিনি বার্তালাপ করেন। সেই ফাঁকেই তিনি ভাইপার দ্বীপ পরিদর্শন করেন। পোর্টব্লেয়ারে সেলুলার জেল নির্মাণ হওয়ার আগে ইংরেজরা ভাইপার দ্বীপে বিপ্লবীদের বন্দী করে রাখতো। সেই জেলখানা ও ফাঁসিঘর এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। তিনি ভাইপার দ্বীপকে স্মারক হিসেবে ঘোষণার আগ্রহ প্রকাশ করেন আন্দামানের সাংসদ বিষ্ণুপদ রায়ের কাছে। পুরো আন্দামান প্রবাসে সোনীজীর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ সহপ্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ৭ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের উদ্যোগে কবিরচক শাখার পক্ষ থেকে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডাঃ সোমরাজ সরকার, ডাঃ সৌগত পাত্র এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

রক্তের শ্রেণী নির্ণয় করেন বিষ্ণুপুর মহকুমা কার্যবাহ তথা বিষ্ণুপুর মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী জয়ন্ত শীল।

সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনাবসান

শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ মিত্র ৯৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। স্কুলের পড়াশোনা কলকাতার উল্টোডাঙ্গা জর্জ হাই স্কুলে। বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ পড়াশোনা ছিল। দার্জিলিং-এ বসবাস করার সময় 'সাথী' নামে একটি পত্রিকা চালাতেন। ধুতি পাঞ্জাবিতে সারা জীবন কাটিয়েছেন।

এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের বিশেষ শুভচিন্তক ছিলেন। তেনজিং-এর হাতে জাতীয় পতাকা দিয়েছিলেন যা তিনি প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় তুলেছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকারের বাড়িটি তেনজিংকে কিনে দিতে সাহায্য করেন। ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তা স্মরণ করতেন বারবার। পরবর্তীতে সন্ন্যাসীথান, বাগডোগরা চা বাগানের ডিরেক্টর হন ও পোড়ো বাগানকে শ্রেষ্ঠ বাগানে পরিণত করেন যা দেখে লোকেরা জিজ্ঞাসা করত এটা কি সাহেবের বাগান। তাঁর 'হিন্দ টী কোং' নামের 'চা' ভারত বিখ্যাত হয়। বিদ্যাভারতীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি নিজ হাতে সেবা করেছেন। যেমন লজ্জারাম তোমর, কৃষ্ণচন্দ্র গান্ধী, শান্তনু রঘুনাথ শিণ্ডে। এছাড়াও অধ্যাপক অমল কুমার বসু ও ডাঃ দেবব্রত সিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

সেবক রোডে সারদা শিশুতীর্থের জন্য ৭ বিঘা এবং আচার্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার জন্যে ২ বিঘা জমি দান করেন।

নিজের কাছে থাকা স্বামী বিবেকানন্দের দার্জিলিং-এ ব্যবহৃত টেবিলটি বিবেকানন্দ মিউজিয়ামে দান করেছেন। নন্দলাল বসুর নিকট হতে পাওয়া ছবি শান্তিনিকেতনে নিজ হাতে দিয়ে এসেছেন। তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী গীতা মিত্র ধর্মপ্রাণ দম্পতি ছিলেন। তাঁদের নিজেদের বসত বাড়ি-সহ স্থাবর-অস্থাবর সব কিছু বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে দান করে গেছেন।

গাজোলে সারদা শিশুনিকেতনের অনুষ্ঠান

মালদা জেলার গাজোল থানার আটিলার হরিপুরে শ্রীমতী দৈবকীদেবী সারদা শিশু নিকেতনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব গত ৭ জানুয়ারি শিশু নিকেতনের প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা এবং পরিচালন সমিতির সভাপতি তারাপদ সরকার। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পরেশচন্দ্র সরকার এবং বিশেষ অতিথি রূপে হাজির ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক সুশীল সরকার। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছোট শিশুরা আবৃত্তি, গান, নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দান করে। এছাড়াও বহিরাগত শিল্পীরা নাচ গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।

কৃষ্ণনগরে বিবেকানন্দ ভবনের দারোদ্ঘাটন

গত ১৪ জানুয়ারি, মকরসংক্রান্তি উৎসবের শুভ অবসরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার কার্যালয় 'বিবেকানন্দ ভবন'-এর উদ্বোধন হয়। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় নির্মিত এই বহুমুখী সেবাকেন্দ্র ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সঙ্ঘের সহ- সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। শ্রী সোনী বলেন, সঙ্ঘের কার্যালয় মানে অফিস নয়; সংস্কার এবং প্রেরণার কেন্দ্র। বিচার বিবেচনা, আদর্শ চর্চার কেন্দ্র। এই উপলক্ষে আয়োজিত পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান হয় এবং উপস্থিত সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকেলে জেলার প্রায় ৪০০ স্বয়ংসেবকের সমাবেশে মকরসংক্রান্তি উৎসব পালন করা হয়। শ্রী সোনী মকরসংক্রান্তি উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভারতকে বিশ্বের সামনে মডেল হিসেবে তুলে ধরার জন্য মহাবীরের মতো সমাজকে সামর্থ্যসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ওই অনুষ্ঠানে কয়েকশো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান জেলা সঙ্ঘচালক ধীরেন দেবনাথ।

দুর্গাপুরে স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী

গত ১০ থেকে ১৭ জানুয়ারি সপ্তাহব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয় দুর্গাপুর নগর ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে সেবা বিভাগের উদ্যোগে। ২২টি সেবা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয় ১০ জানুয়ারি। ১২ জানুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা ইছাপুর গ্রাম পরিক্রমা করে পথসভার মাধ্যমে স্বামীজী স্মরণ হয়। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজের আয়োজন করা হয়। ১৭ জানুয়ারি স্বামীজী প্রণাম ও সেবা সংস্থা বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান নগরের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হয়। বৈকাল ৪-৩০ মিনিটে কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পণ্ডিত অমিয় কুমার ভট্টাচার্য এবং অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ও অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত ভগীরথ সামুই। সেবাকেন্দ্রের ভাইবোনেরা গীতিনৃত্য, নাটক পরিবেশন করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার প্রদান এবং সেলাইকেন্দ্র ও কমপিউটার সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

কাবাডি প্রতিযোগিতা

গত ২৫ ডিসেম্বর হুগলী জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নবগ্রাম মণ্ডলের কাবাডি প্রতিযোগিতা সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিত হয় নবগ্রাম শাখার সঙ্ঘস্থানে। ৩টি শাখা থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেয়।

পশ্চিবঙ্গ প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩তম পুণ্য জন্মতিথিতে কলকাতার মানিকতলায় 'নরেশ ভবনে' গঠিত হলো প্রবীণ নাগরিকদের সংগঠিত মঞ্চ 'পশ্চিমবঙ্গ প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ'।

প্রবীণ নাগরিকদের কনভেনশনে প্রত্যেক প্রবীণ মানুষের কণ্ঠে এই নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কাই বারবার ধ্বনিত হয়েছে। চরম নিস্পৃহতা, অন্যদিকে বধূনির্যাতন বন্ধের নামে তৈরি ৪৯৮ এ ধারাটির অপপ্রয়োগের রক্তচক্ষু। এই কনভেনশনের আহ্বায়ক এন.সি. দে সমস্ত স্তরের প্রবীণ নাগরিকের কাছে এই সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক। তিনি তার নাতিদীর্ঘ পথনির্দেশে সামাজিক বিদ্বেষ বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, সমাজকে রক্ষার মাধ্যমে আপন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

সভায় বিএমএস (পশ্চিমবঙ্গ)-র প্রদেশ সভাপতি পূজিতা সরকার ও প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাসের উপস্থিতিতে একটি সর্বসম্মত কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন প্রদ্যোৎ মৈত্র এবং সাধারণ সম্পাদক হন নারায়ণ চন্দ্র দে।

স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উৎসব

স্বামী বিবেকানন্দজীর ১৫৩তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ৩ ব্লকের অন্তর্গত রত্নমালা সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে। সেই উপলক্ষে দরিদ্রদের শীতবস্ত্র ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ কাঁথির প্রাক্তন বিধায়ক শৈলজা দাস। বক্তব্য রাখেন উত্তর কাঁথির প্রাক্তন বিধায়ক অনিল মান্না। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বলাগেড়িয়া মাধ্যমিক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পতি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক অসিত কুমার খামারী ও স্বয়ংসেবক মুকুল শাসমল প্রমুখ।

সংস্কৃত সম্মেলন

গত ৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গের কোচবিহার শহরে সংস্কৃত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ১০ স্থান থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা সংস্কৃত ভাষায় গীত, নৃত্য, বক্তব্য, নাটিকা পরিবেশন করেন। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনী ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র বিশেষভাবে রাখা হয়। প্রধান অধিকারী হিসেবে বিহার ক্ষেত্রের সংগঠন ড. প্রকাশ পাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহার মহাবিদ্যালয়ের এষা সাহা জার্মান-সংস্কৃত বিতর্ক বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন এছাড়া গত ৫ থেকে ১৪ জানুয়ারি শিলিগুড়ি শহরে ৩টি সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যেমন, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, উকিল, গৃহবধূ, ইঞ্জিনিয়ার, সিএ-সহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠান

গত ২৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার রেপার্টরির প্রথম প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের ‘তোতাকাহিনী’ অবলম্বনে ‘বন্দী বিহঙ্গ’ অভিনীত হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভারতমাতা পূজা ও হিন্দুধর্ম সম্মেলন

গত ১০ জানুয়ারি নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী ভারতমাতা পূজা ও হিন্দুধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা জর্জ বেকার ও শ্রীমতী অর্পিতা বেকার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিকেলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক রবিকিঙ্কর ঘোষ হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ১১ তারিখে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা পল্লীগীতি পরিবেশিত হয়। বিকেলে বক্তব্য রাখেন দিলীপ ঘোষ ও সনাতন ঘোষ। ১২ তারিখে ২ ঘণ্টাব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। পরে নবদ্বীপ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবক ‘রাইবেশে নৃত্য’ ও লাঠি খেলা প্রদর্শন করে। বিকেলে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নবদ্বীপ বিভাগ সম্পাদক সুজন মুখোপাধ্যায়। হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সন্ন্যাসী পরশর মহারাজ। উল্লেখ্য, প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীহরি সৎসঙ্গ দ্বারা শ্রীরামকথা পরিবেশিত হয়। এর ফলে ধুবুলিয়া বাজার ৩ দিন উৎসব মুখরিত থাকে।

আকাশবাণী কলকাতা দূরদর্শন

আকাশবাণী কলকাতা, দূরদর্শন কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিদিন ‘বাংলা লোকসঙ্গীত’ উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রথমদিনে পূর্ণদাস বাউল, দ্বিতীয়দিনে অমর পাল ও তৃতীয়দিনে ধনেশ্বর রায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীর দ্বারা ফকিরি, বাউল, ভাওয়াইয়া, ধিমান, ধামাইল, ভাটিয়ালি, খন, লেটো, ঝুমুর, ঢেঁকির গান, সারি, টুসু-ভাদু, কবিগান, তরজা ও ধানকাটার গান পরিবেশিত হয়।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার কলেজছাত্র প্রমুখ তথা কান্দরা ও কেতুগ্রাম খণ্ড বৌদ্ধিক প্রমুখ বিশ্বজিৎ সিংহের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ৪ ডিসেম্বর তাঁর বাবা সাক্ষীগোপাল সিংহ মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা কার্যবাহ রঞ্জিৎ ঘোষের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা সেবা প্রমুখ আনন্দ রায়, কাটোয়া মহকুমা কার্যবাহ মিঠুন ঘোষ-সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

***

গত ৭ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার কবিরচক শাখার স্বয়ংসেবক জীবন কুণ্ডুর শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা শুকদেব কুণ্ডু মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিষ্ণুপুর মহকুমা কার্যবাহ জয়ন্ত শীলের হাতে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সেবাপ্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায় ও সহ-জেলা প্রচারক সৃজন হাজরা-সহ বহু স্বয়ংসেবক।

***

হুগলী জেলার রিষড়া মহকুমা কার্যবাহ স্বপন পালের বিবাহ উপলক্ষে তাঁর দাদা নবদম্পতির উপস্থিতিতে জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ প্রতাপ দত্তগুপ্তের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন।

শব্দরূপ-৭৩৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

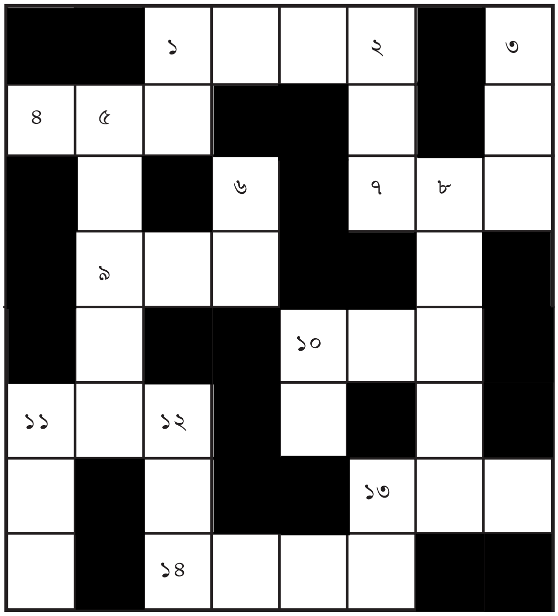

<u>**সূত্র :**</u>

পাশাপাশি : **১.** এর পাখা গজায় মরিবার তরে, **৪.** শিবধনু; তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, **৭.** জিহ্বা, **৯.** ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা, **১০.** ভগবতী, দুর্গা, **১১.** বৈদ্যকশাস্ত্রকার বিশেষ ('—সংহিতা'), **১৩.** পুরাণোক্ত পর্বত যাহা সমুদ্র মন্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল, **১৪.** গ্রাম্য বিচারসভা।

উপর-নীচ : **১.** কোকিল, **২.** ভূস্বর্গ, **৩.** কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত দানবী বিশেষ, **৫.** দেবমন্দির সংলগ্ন মণ্ডপ যেখানে নৃত্যগীতাদি উৎসব হয়, **৬.** পবিত্র, শুদ্ধ, নির্মল, **৮.** সৎ-চিৎ-আনন্দ, ব্রহ্মের স্বরূপ, **১০.** মহাভারতে কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, **১১.** চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শৈব উৎসব বিশেষ, গাজন, **১২.** ময়ূরপুচ্ছ, **১৩.** 'যত—, তত পথ'।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩২

কী			কু	ম্ভ	ক	র্ণ	
চ			বে		দ		
ক	লে	ব	র		ম	ক	র
	লি					পো	
	হা					তা	
বি	ন	তা		মি	তা	ক্ষ	র
		ড়		ল			ট
	পা	কা	দে	খা			স্তী

<u>**সঠিক উত্তরদাতা**</u>

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৩৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12
71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
2 February - 2015

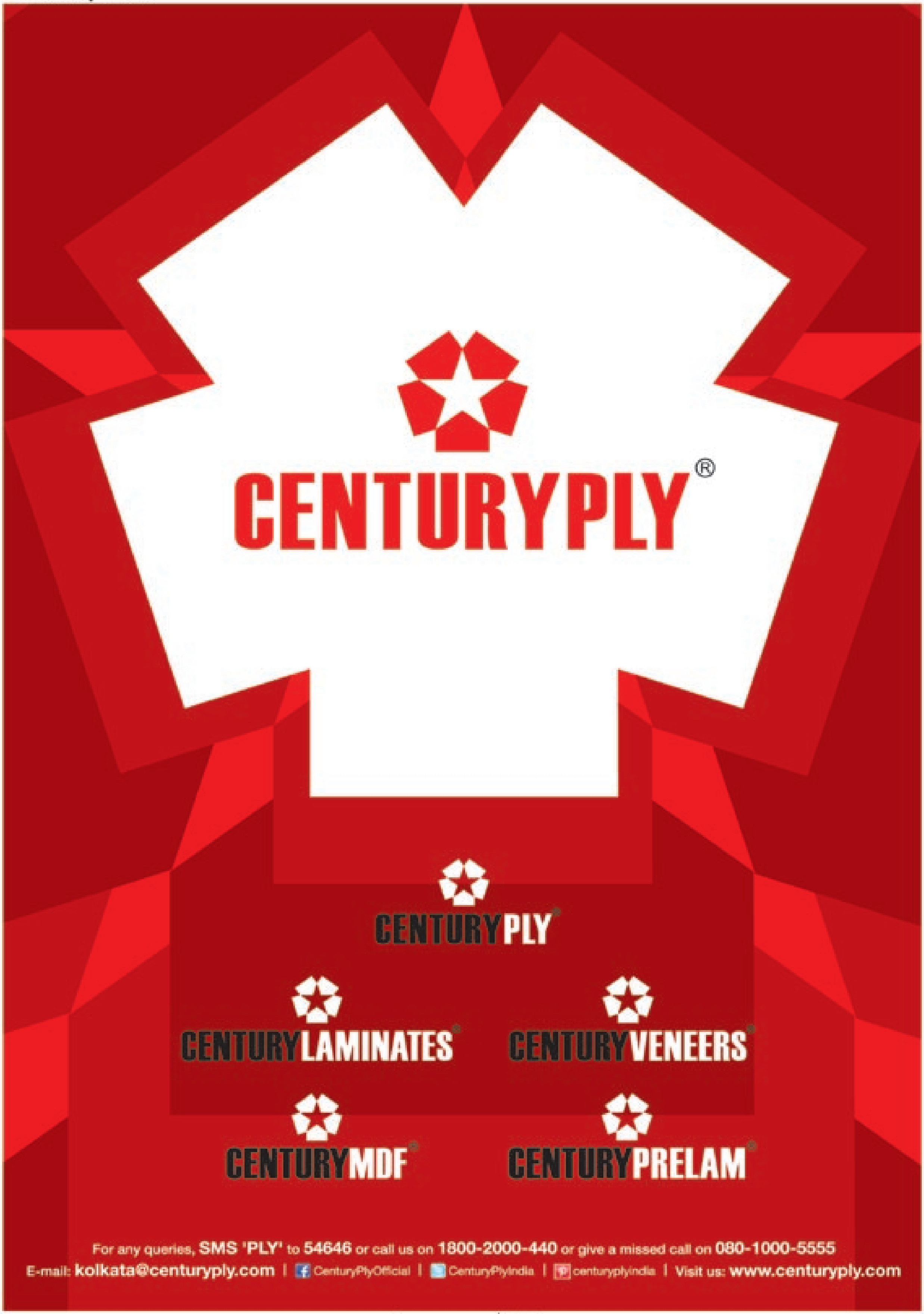

দাম : ১০.০০ টাকা